www.BANGLAKITAB.com

رياض الصالحين

রিয়াদুস সালেহীন

(দ্বিতীয় খণ্ড)

মূল

আল্লামা ইমাম নববী (র.)

অনুবাদ

মাওলানা মুহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম

পরিবেশনায়

ইসলামিয়া কুরআন মহল

২০ নং আদর্শ পুস্তক বিপনী * ৬৬, প্যারিদাস রোড
বায়তুল মোকাররম * বাংলাবাজার ঢাকা-১১০০
ঢাকা - ১০০০ * ফোন ঃ ৭১১১৫৫৭

www.BANGLAKITAB.com

অনুবাদকের-আরজ

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العلمين الذى بعث نبيه محمداً ﷺ الرؤف الرحيم وهادى إلى صراط المستقيم والداعى إلى دين الإسلام القويم - صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله وأصحابه وسائر علماء الدين الصالحين.

হাদীস মানব জাতির অমূল্য সম্পদ। বিশেষতঃ মুসলিম উম্মাহর জন্য আলোক-বর্তীকা, ইহকাল ও পরকালের মুক্তি ও নাজাতের উসিলা। মহানবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ্ আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুপম জীবন আদর্শ জানতে হলে এবং এবং জীবনের সকল স্তরে তা বাস্তবায়ন করতে হলে হাদীস অধ্যয়ন অপরিহার্য। কেননা, মহান আল্লাহ্ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবন মাঝেই আমাদের জন্য উন্নতর ও সুন্দরতম আদর্শ রেখেছেন। এ আদর্শকে জানতে হলে হাদীস গ্রন্থ পড়তে হবে ও বুঝতে হবে।

হাদীসের জ্ঞান ভাণ্ডার বিশাল। বছরের পর বছর অধ্যয়ন করেও এ বিরাট ও বিশাল ভাণ্ডার থেকে নিজের প্রয়োজনীয় জ্ঞান চয়ন করা কষ্টসাধ্য। কিন্তু আমাদের পূর্বসূরী উলামায়ে কেরাম অক্লান্ত পরিশ্রম করে পরবর্তী উম্মাতের জন্য বিষয়ভিত্তিক হাদীস বিন্যাস করে উম্মাতের জন্য বিরাট খেদমত আঞ্জাম দিয়েছেন। মহান আল্লাহ্ তাঁদেরকে উত্তম জাযা দান করুন।

আল্লামা ইমাম নববী (র.)-এর বিশ্বখ্যাত ও অমূল্য "রিয়াদুস্ সালিহীন" গ্রন্থখানা উম্মাতে মুসলিমার জন্য অনন্য উপহার। দীর্ঘদিন পরিশ্রম ও অনুসন্ধানের মাধ্যমে তিনি বিষয়ভিত্তিক এ গ্রন্থটি রচনা করেছেন।পবিত্র কুরআনের সাথে হাদীসের যে গভীর সম্পর্ক বিদ্যমান তা বুঝানোর জন্য তিনি অধ্যায় ও অনুচ্ছেদের প্রথমেই বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত কুরআনের আয়াত সংযুক্ত করেছেন। গুরুত্বপূর্ণ কিছু কিছু বিষয়ের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণও প্রদান করেছেন। সারা বিশ্বময় এ গ্রন্থটি ব্যাপকভাবে সমাদৃত ও পঠিত হয়ে আসছে। পৃথিবীর বহু ভাষায় গ্রন্থটি অনূদিত হয়েছে।

বাংলা পৃথিবীর একটি গুরুত্বপূর্ণ শ্রেষ্ঠ ভাষা। বাংলাভাষী মুসলমানদের প্রয়োজন অনুভব করে "রিয়াদুস্ সালেহীন" -এর মত গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থটি বাংলায় ভাষান্তর করা। আল্লাহ্ তায়ালা আমাদের এ শ্রম ও প্রচেষ্টা কবুল করুন। আমীন !

আহ্কার
মুহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম

গ্রাম ও ডাকঘর ঃ উয়ারুক
থানা ঃ শাহরাস্তি
জেলা ঃ চাঁদপুর।

www.BANGLAKITAB.com

بسم الله الرحمن الرحيم

আল্লামা ইমাম নববী (র.)-এর জীবনী

نحمده ونصلى على رسوله الكريم

বিশ্বখ্যাত হাদীস গ্রন্থ 'রিয়াদুস্ সালেহীন' (رياض الصالحين)-এর রচয়িতা হলেন, বিশিষ্ট মুহাদ্দিস, বহু গ্রন্থের লেখক, জগৎ বিখ্যাত হাদীস বিশারদ ও ইসলামী চিন্তাবিদ আল্লামা ইমাম নববী (র.)। তাঁর নাম হলো, শেয়খ মুহীউদ্দীন আবু যাকারিয়া ইয়াহ্ইয়া ইব্ন শারফ আল-নাবাবী আল-দামেশ্কী (র.)। তাঁর ডাকনাম আবু যাকারিয়া, মূলনাম ইয়াহইয়া এবং লক্ব-উপাধি মুহীউদ্দীন।

৬৩১ হিজরীর ৫ই মুহাররামে তিনি সিরিয়ার রাজধানী দামেশ্কের নিকটবর্তী নাব্বী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৬৭৬ হিজরীর রজবে দুনিয়া থেকে বিদায় নেন। তিনি মাত্র ৪৫ বছর জীবিত ছিলেন। এ মহান ব্যক্তি শৈশব থেকেই অত্যন্ত ভদ্র, শান্তশিষ্ট ছিলেন। কৈশোরেই পবিত্র কুরআন হিফয সম্পন্ন করেন। তাঁর অসাধারণ স্মরণশক্তি, প্রতিভা ও জ্ঞান অন্বেষণের প্রতি গভীর অনুরাগ তাঁর শিক্ষকগণকে আকৃষ্ট করেছিল। অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি পবিত্র কুরআন, হাদীস, নাহু, সারফ, মানতিক, ফিক্হ ও উসূলে ফিক্হ ইত্যাদি বিষয়ে ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। হাদীস ও ফিকহে তিনি আত্মার খোরাক বেশী পেতেন। তাঁর সৌভাগ্য তিনি সে কালের শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ আলেম ব্যক্তিদের সান্নিধ্য লাভ করেছেন। এবং জ্ঞান আহরণের উচ্চ শিখরে আরোহণ করেন। তিনি উন্নত চরিত্র, তাক্ওয়া ও অনাড়ম্বর জীবন যাপন করতেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর জীবন আদর্শে অনুপ্রাণীত হয়ে অত্যন্ত সাধারণ আহার করতেন, মোটা কাপড় পরতেন এবং সারা জীবন কৃচ্ছ্র সাধনায় কাটান। তিনি সকলের নিকট ছিলেন গভীর শ্রদ্ধা ও সম্মানের পাত্র। জীবনে কখনো অর্থ, সম্মান, পদ ও ক্ষমতার পেছনে ছোটেন নি। কারো থেকে দান গ্রহণ করেন নি। সারা জীবন ইল্মের প্রচার ও প্রসারে এবং ইবাদত বন্দেগীতে কাটাতেন। তাঁর ছাত্র সংখ্যা ছিল অসংখ্য।

www.BANGLAKITAB.com

ইমাম নববী (র.)-এর রচিত গ্রন্থের মধ্যে ঃ

১. كتاب الإيمان (বুখারী শরীফের কিতাবুল ঈমানের ব্যাখ্যা)

২. المنهج فى شرح مسلم ابن الحجاج (মুসলিম শরীফের ব্যাখ্যা গ্রন্থ)

৩. رياض الصالحين (রিয়াদুস্ সালেহীন)

৪. كتاب الروضة (কিতাবুর রাওদাহ)

৫. شرح المهذب (শারহুল মুহাযযাব)

৬. تهذيب الاسماء والصفات (তাহযীবুল আসমাই ওয়াস সিফাত)

৭. كتاب الأذكار (কিতাবুল আযকার)

৮. الإرشاد فى علوم الحديث (আল-ইরশাদ ফী উলূমিল হাদীস)

৯. كتاب المبهمات (কিতাবুল মুব্হামাত)

১০. شرح صحيح البخارى (বুখারী শরীফের ব্যাখ্যা গ্রন্থ)

১১. شرح سنن ابى داؤد (আবু দাউদ শরীফের ব্যাখ্যা গ্রন্থ)

১২. طبقات فقهاء الشافعية (তাবাকাতু ফুকাহাইশ্ শাফিয়্যা)

১৩. الرسالة فى قسمة الغنائم (আর-রিসালাতু ফী কিস্মাতিল গানাইম)

১৪. ألفتاوى (আল-ফাতাওয়া)

১৫. جامع السنة (জামিউস সুন্নাহ)

১৬. خلاصة الأحكام (খুলাসাতুল আহকাম)

১৭. مناقب الشافعى (মানাকিবুশ শাফিয়িয়্যা)

১৮. بستان العارفين (বুসত্বানুল আরিফীন)

১৯. رسالة الإستحباب القيام لأهل الفضل (রিসালাতুল ইসতিহবাবুল কিয়ামুলি আহালিল ফায্লি।

www.BANGLAKITAB.com

সূচিপত্র

	বিষয়	পৃষ্ঠা
অনুচ্ছেদ ঃ	মহান আল্লাহর ভয়	১
অনুচ্ছেদ ঃ	মহান আল্লাহর উপর আশা-ভরসা	৮
অনুচ্ছেদ ঃ	মহান আল্লাহর কাছে আশা ও সুধারণার ফযীলত	২৭
অনুচ্ছেদ ঃ	মহান আল্লাহর প্রতি ভয়ভীতি ও আশা-ভরসা একত্রিত হওয়া	২৮
অনুচ্ছেদ ঃ	মহান আল্লাহর ভয়ে ক্রন্দন করা ও তাঁকে ভালোবাসা	৩০
অনুচ্ছেদ ঃ	দরিদ্র জীবনযাপন, সংসারে অনাসক্তি এবং পার্থিব বস্তু কম অর্জনের উৎসাহ প্রদান এবং দারিদ্রতার ফযীলত	৩৫
অনুচ্ছেদ ঃ	অনাহারে থাকার ফযীলত ও সংসারে নিরাসক্ত জীবন যাপন, খাদ্য, পানীয় ও পোষাক আশাকে অল্পে তুষ্টি এবং প্রবৃত্তির গোলামী থেকে বিরত থাকা	৪৯
অনুচ্ছেদ ঃ	অল্পে তুষ্টি হওয়া ও চাওয়া থেকে বিরত থাকা এবং জীবন যাপন ও সংসার খরচে মধ্যম পথ অবলম্বন করা এবং প্রয়োজন ছাড়া কারোর কাছে চাওয়ার নিন্দা	৬৮
অনুচ্ছেদ ঃ	না চেয়ে ও লোভ না করে কোনো কিছু গ্রহণ করা বৈধ	৭৫
অনুচ্ছেদ ঃ	নিজ হাতে উপার্জন করে খাওয়ার প্রতি উৎসাহ প্রদান এবং ভিক্ষে করা থেকে দূরে থাকা এবং দান খয়রাত করার জন্য অগ্রবর্তী হওয়া	৭৬
অনুচ্ছেদ ঃ	কল্যাণকর কাজেও আল্লাহর প্রতি আস্থা রেখে খরচ করা এবং দানশীলতা ও বদান্যতা	৭৭
অনুচ্ছেদ ঃ	কৃপণতা ও সংকীর্ণতা নিষিদ্ধ	৮৫
অনুচ্ছেদ ঃ	ত্যাগ ও অন্যকে অগ্রাধিকার দেয়া	৮৫
অনুচ্ছেদ ঃ	পরকালীন জিনিসের আগ্রহ ও তার কল্যাণের আশা করা	৮৯
অনুচ্ছেদ ঃ	শোকরগুযার ধনীর মাহাত্ম যিনি ধন অর্থ ও ব্যয় করেন আল্লাহর উদ্দেশ্য এবং তাঁর নির্দেশ মতে	৯০
অনুচ্ছেদ ঃ	মৃত্যু স্মরণ ও আশাকে ক্ষুদ্র রাখা	৯২
অনুচ্ছেদ ঃ	পুরুষের জন্য কবর যিয়ারত করা ও তার দু'আ	৯৭
অনুচ্ছেদ ঃ	বিপদে পড়ে মৃত্যু কামনা করা দোষনীয়। তবে দীন ও ঈমানী ফিতনার আশংকায় কামনা করতে দোষ নেই	৯৮
অনুচ্ছেদ ঃ	পরহেযগারী ও সন্দেহমূলক জিনিস পরিহার করা	১০০
অনুচ্ছেদ ঃ	যাবতীয় অন্যায় থেকে দূরে থাকা এবং যুগ মানুষের ফিত্না ও দীন সম্পর্কে ভীতি এবং নিষিদ্ধ বিষয়ে জড়িয়ে পড়ার আশংকা ইত্যাদি	১০৪
অনুচ্ছেদ ঃ	মানুষের সাথে মেলামেমার মাহাত্ম কল্যাণের মজলিসে হাযির হওয়া রোগীর পরিচর্যা করা, জানাযায় শরিক হওয়া, অভাবীর সাহায্যে এগিয়ে আসা, অজ্ঞদের সঠিক পথ প্রদর্শনে সহায়তা করা, সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখা, অন্যকে কষ্ট না দেয়া এবং কষ্ট পেয়েও ধৈর্য অবলম্বন করা ইত্যাদি	১০৬
অনুচ্ছেদ ঃ	মু'মিনদের সাথে বিনয় ও নম্রতা সুলভ ব্যবহার করা	১০৬
অনুচ্ছেদ ঃ	অহংকার ও অত্মপ্রীতির অবৈধতা	১১০
অনুচ্ছেদ ঃ	হুস্নে খুল্ক- সচ্চরিত্র সম্পর্কে	১১৪

www.BANGLAKITAB.com

	বিষয়	পৃষ্ঠা
অনুচ্ছেদ ঃ	সহনশীলতা, ধীর-স্থিরতা ও কোমলতা	১১৮
অনুচ্ছেদ ঃ	ক্ষমা করে দেয়া ও অজ্ঞমূর্খদের সযত্নে এড়িয়ে চলা	১২১
অনুচ্ছেদ ঃ	দুঃখ-কষ্টে সহনশীল হওয়া	১২৪
অনুচ্ছেদ ঃ	শরী'আতের বিধান লংঘনের বেলায় ক্রোধ প্রকাশ করা ও মহান আল্লাহর দীনের সাহায্য করা	১২৫
অনুচ্ছেদ ঃ	প্রজাদের প্রতি শাসক গভর্নরদের দায়িত্ব ও কর্তব্য তাদের কল্যাণ কামনা,তাদের প্রতি ভালবাসা,তাদের ধোঁকা না দেওয়া, কঠোরতা প্রদর্শন না করা। তাদের প্রয়োজন সম্পর্কে গাফিল না হওয়া	১২৮
অনুচ্ছেদ ঃ	ন্যায়নিষ্ঠ শাসক	১৩১
অনুচ্ছেদ ঃ	আল্লাহ ও রাসূলের নাফরমানী নাহলে শাসকেরঞ্জআনুগত্য কথা ওয়াজিব এবং আল্লাহ ও রাসূলের নাফরমানীর ক্ষেত্রে তাদের আনুগত্য করা হারাম	১৩৩
অনুচ্ছেদ ঃ	রাষ্ট্রপ্রধান বা শাসক হওয়ার জন্য প্রার্থী না হওয়া	১৩৭
অনুচ্ছেদ ঃ	শাসক বিচারকদের ভাল সভাসদ ও কর্মকর্তা নিয়োগের উৎসাহ দান এবং অসৎদের দমন	১৩৯
অনুচ্ছেদ ঃ	যে ব্যক্তি কোন পদের প্রার্থী হয় তাকে পদ দেয়ার নিষেধাজ্ঞা	

অধ্যায় ঃ শিষ্টাচার

অনুচ্ছেদ ঃ	লজ্জাশীলতা ও তার মহাত্ম এবং চরিত্র গঠনের উৎসাহ প্রদান	১৪১
অনুচ্ছেদ ঃ	গোপন বিষয় রক্ষা করা অর্থাৎ প্রকাশ না করা	১৪২
অনুচ্ছেদ ঃ	ওয়াদা-প্রতিশ্রুতি পালন করা এবং ওয়াদা রক্ষা করা	১৪৬
অনুচ্ছেদ ঃ	কোন ভাল কাজের অভ্যাস পরিত্যাগ না করা	১৪৭
অনুচ্ছেদ ঃ	সাক্ষাতে হাসিমুখে কথা বলা ও কোমল ব্যবহার করা	১৪৮
অনুচ্ছেদ ঃ	শ্রোতার বোঝার সুবিধার্থে কোন কথা একাধিকার বার বলা ও ব্যাখ্যা করা	১৪৯
অনুচ্ছেদ ঃ	সংগীর কথা মনোযোগ দিয়ে শোনা ও উপদেশ দেয়ার উদ্দেশ্যে শ্রোতাদের নিরব করা	১৫০
অনুচ্ছেদ ঃ	ওয়াজ নসিহত করা ও তাতে মধ্যম পন্থা অবলম্বন করা	
অনুচ্ছেদ ঃ	ভাব-গম্ভীরতা ও ভারিক্কীপনা	১৫২
অনুচ্ছেদ ঃ	নামায, জ্ঞানার্জন ও যাবতীয় ইবাদতে গাম্ভির্যতা ও ধীর-স্থিরতা বজায় রাখা	১৫৩
অনুচ্ছেদ ঃ	মেহমানের সাদর অভ্যর্থনা ও আপ্যায়ন করা	১৫৪
অনুচ্ছেদ ঃ	সুসংবাদ ও মুবারকবাদ দেয়া সম্পর্কে	১৫৬
অনুচ্ছেদ ঃ	সংগীকে বিদায় দেয়া, বিদায়কালে পরস্পরের জন্য দু'আ ও অসিয়্যত করা	১৬২
অনুচ্ছেদ ঃ	ইস্তিখারা ও পরামর্শ করা	১৬৬
অনুচ্ছেদ ঃ	ঈদগাহ, রুগী দেখা, হাজ্জ, জিহাদ, জানাযার নামায ও অনুরূপ কাজে যাওয়া ও আসায় পৃথক পৃথক রাস্তা অবলম্বন করা	১৬৭
অনুচ্ছেদ ঃ	সকল ভাল কাজ ডান হাত দিয়ে শুরু করা (যেমন- অযূ, গোসল, তায়াম্মুম, কাপড়, জুতা, মোজা, পায়জামা পরিধান, মসজিদে প্রবেশ করা, মিস্ওয়াক, সুরমা লাগানো, নখ কাটা, গোঁফ ছাটা, বগল পরিস্কার, মাথা মুন্ডানো, নামাযে সালাম ফিরানো, পানাহার, মুসাফাহা, কাবায় রক্ষিত হাজরে আসওয়াদ চুম্বন, পায়খানা থেকে বের হওয়া, আদান-প্রদান	

www.BANGLAKITAB.com

বিষয়			পৃষ্ঠা
		ইত্যাদিতে। অবশ্য উল্লেখিত কাজগুলোর বিপরীতে বাম হাত ব্যবহার মুস্তাহাব। যেমন– থুথু, নাকের শ্লেমা, পায়খানায় প্রবেশে মসজিদে থেকে বের হওয়া, জুতাও মোজা খোলা, পায়জামা ও পোষাক খোলা, ইসতিনজা এবং ময়লাযুক্ত ইত্যাদি কাজ)	১৬৮
		অধ্যায় ঃ আহারের শিষ্টাচার	
অনুচ্ছেদ	ঃ	খাবার শুরুতে বিস্‌মিল্লাহ ও শেষে আল হামদুলিল্লাহ্ বলা	১৭১
অনুচ্ছেদ	ঃ	খাদ্যের বদনাম না করা ও খাদ্যের প্রশংসা করা	১৭৪
অনুচ্ছেদ	ঃ	রোযাদারের সামনে খাবার এলে কি করতে হবে	১৭৪
অনুচ্ছেদ	ঃ	যাকে দাওয়াত দেয়া হয় তার সাথে আরেক জন এলে	১৭৫
অনুচ্ছেদ	ঃ	নিজের সামনে থেকে খাওয়া ও অন্যকে খাওয়ার আদার শেখানো	১৭৫
অনুচ্ছেদ	ঃ	সংগীদের অনুমতি ছাড়া দুই খেজুর একত্রে খাওয়া	১৭৬
অনুচ্ছেদ	ঃ	খেয়ে তৃপ্ত হতে না পারলে কি করতে হবে	১৭৬
অনুচ্ছেদ	ঃ	পাত্রের একপাশ থেকে খাওয়া, মাঝখান থেকে খাওয়া নিষেধ	১৭৭
অনুচ্ছেদ	ঃ	হেলান দিয়ে খানা খাওয়া	১৭৮
অনুচ্ছেদ	ঃ	তিন আংগুলে খাওয়া ও বরতন চেটে খাওয়া ইত্যাদি	১৭৮
অনুচ্ছেদ	ঃ	খানায় অধিক সংখ্যক হাতের সমাবেশ হওয়া বা সবাই মিলে খাওয়া	১৮০
অনুচ্ছেদ	ঃ	পানি পান করার শিষ্টাচার ও তিন দমে পান পান করা পান পাত্রের বাইরে নিঃস্বাস ফেলা, পাত্রে নিঃশ্বাস না ফেলা, পান পাত্র ডান দিকের ব্যক্তিকে দেয়া	১৮১
অনুচ্ছেদ	ঃ	মশ্‌ক ইত্যাদিতে মুখ লাগিয়ে পানি পান করা মাকরূহ, অবশ্য তা হারাম নয়	১৮২
অনুচ্ছেদ	ঃ	পান করার পানিতে ফুঁ দেয়া অনুচিত	১৮৩
অনুচ্ছেদ	ঃ	দাঁড়িয়ে পানি পান করা জায়িয হওয়া, অবশ্য পূর্ণাঙ্গ ও ফযীলত পূর্ণ পান হয় বসে	১৮৩
অনুচ্ছেদ	ঃ	যে পান করায় সবার শেষে তার পান করা	১৮৫
		অধ্যায় ঃ পোষাক পরিচ্ছদ	
অনুচ্ছেদ	ঃ	সাদা কাপড় পরা ভাল; লাল, সবুজ, হলুদ ও কালো রংয়ের কাপড় পড়া জায়িয; রেশম ছাড়া সুতী, উলী, পশমী ইত্যাদি যাবতীয় কাপড় পরিধান করা জায়িয	১৮৭
অনুচ্ছেদ	ঃ	জামা পরা ভালো বা মুস্তাহাব	১৯০
অনুচ্ছেদ	ঃ	জামাও আস্তিন কিরূপ হতে হবে জামাও আস্তিনের পরিমাণ। তহবন্দ ও পাগড়ীর সীমা এবং অহংকার বশতঃ কাপড় জুলিয়ে দেয়া হারাম	১৯১
অনুচ্ছেদ	ঃ	বিনয়-নম্রতার জন্য উন্নত পোষাক পরিহার করা	১৯৭
অনুচ্ছেদ	ঃ	পোষাক-পরিচ্ছদ মধ্যম পন্থা অবলম্বন করা	১৯৮
অনুচ্ছেদ	ঃ	পুরুষের জন্য রেশমের কাপড় ব্যবহার করা, তার উপর বসা হারাম, অবশ্য মহিলার জন্য জায়িয	১৯৮
অনুচ্ছেদ	ঃ	খুজলী-পাঁচড়া ওয়ালার জন্য রেশম ব্যবহার জায়িয	২০০
অনুচ্ছেদ	ঃ	চিতাবাঘের চামড়ার উপর বসা ও তার উপর সাওয়ার হওয়া নিষেধ	২০০
অনুচ্ছেদ	ঃ	নতুন কাপড়-জুতা ইত্যাদি পরিধান করার দু'আ	২০১
অনুচ্ছেদ	ঃ	কাপড় পরতে ডান দিক থেকে শুরু করা মুস্তাহাব	২০১

www.BANGLAKITAB.com

বিষয়			পৃষ্ঠা
অধ্যায় ঃ ঘুমের শিষ্টাচার			
অনুচ্ছেদ	ঃ	ঘুম, শোয়া, বসার শিষ্টাচার	২০২
অনুচ্ছেদ	ঃ	চিৎ হয়ে শোয়ার বৈধতা এবং সতর উন্মুক্ত হয়ে যাওয়ার আশংকা না থাকলে এক পায়ের ওপর আর এক পা তুলে দেওয়ার অনুমতি। আর আসন পিঁড়ি দিয়ে ও উঁচু হয়ে বসার বৈধতা	২০৪
অনুচ্ছেদ	ঃ	মজলিসে ও একত্রে বসার শিষ্টাচার	২০৬
অনুচ্ছেদ	ঃ	স্বপ্ন ও এর সাথে সম্পর্কিত বিষয়াবলী	২১০
অধ্যায় ঃ সালাম করা			
অনুচ্ছেদ	ঃ	সালামের মাহাত্ম ও তা সম্প্রসারিত করা নির্দেশ	২১৩
অনুচ্ছেদ	ঃ	সালামের পদ্ধতি ও অবস্থা	২১৬
অনুচ্ছেদ	ঃ	সালামের আদাব-শিষ্টাচার	২১৮
অনুচ্ছেদ	ঃ	একই সময় কারো সাথে বারবার সাক্ষাৎ হলে তাকে বারবার সালাম করা মুস্তাহাব, যেমন কারোর কাছে গিয়ে ফিরে আসা হলো সংগে সংগে আবার যাওয়া হলো অথবা দু'জনের মধ্যে গাছের বা অন্য কিছুর আড়াল সৃষ্টি হলো	২১৮
অনুচ্ছেদ	ঃ	গৃহে প্রবেশ করার সময় সালাম করা মুস্তাহাব	২১৯
অনুচ্ছেদ	ঃ	শিশু-কিশোরদের সালাম করা	২২০
অনুচ্ছেদ	ঃ	স্বামীর স্ত্রীকে সালাম করা, নারীর মাহ্‌রাম পুরুষদের সালাম করা এবং ফিত্‌নার আশংকা না থাকলে অপরিচিতা মেয়েদের সালাম করা	২২০
অনুচ্ছেদ	ঃ	কাফিরকে প্রথমে সালাম করার প্রতি নিষেধাজ্ঞা এবং তাদের জবাব দেবার পদ্ধতি। আর যে মজলিসে মুসলমান ও কাফের উভয়ই থাকে তাকে সালাম করা মুস্তাহাব	২২১
অনুচ্ছেদ	ঃ	কোনো মজলিস বা সাথী থেকে বিদায় নেবার জন্য দাঁড়িয়ে সালাম করা মুস্তাহাব	২২২
অনুচ্ছেদ	ঃ	অনুমতি নেয়া এর নিয়ম-পদ্ধতি	২২২
অনুচ্ছেদ	ঃ	যে ব্যক্তি অনুমতি চায় তাকে যখন জিজ্ঞেস করা হয় তুমি কে? সুন্নাত পদ্ধতি হচ্ছে এর জবাবে যেন যে বলে ঃ আমি উমুক, সে যেন নিজের নাম বা ডাকনাম ইত্যাদি বলে আর যেন আমি বা এ ধরনের অস্পষ্ট কিছু না বলে	২২৪
অনুচ্ছেদ	ঃ	হাঁচি দানকারী 'আল-হামদুলিল্লাহ' বললে তার জবাব দেয়া মুস্তাহাব এবং 'আল-হামদুলিল্লাহ' না বললে জবাব দেয়া মাকরূহ। আর হাঁচি দেয়া, হাঁচির জবাব দেয়াও হাই তোলার নিয়ম-পদ্ধতি	২২৫
অনুচ্ছেদ	ঃ	কারো সাথে সাক্ষাতের সময় মুসাফাহা করা এবং হাসিমুখ হওয়া আর নেক লোকের হাতে চুমা দেয়া, নিজের ছেলেকে সস্নেহে চুমা দেয়া এবং সফর থেকে প্রত্যাবর্তনকারীর সাথে গলাগলি ধরা মুস্তাহাব ও মাথা নোয়ানোর প্রতি নিষেধাজ্ঞা	২২৭

www.BANGLAKITAB.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

بَابُ الْخَوْفِ

অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহর ভয়।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

وَإِيَّايَ فَارْهَبُوْنِ (البقرة : ٤٠)

"আর তোমরা শুধু আমাকেই ভয় করো।" (সূরা বাকারা ঃ ৪০)

إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيْدٌ (البروج : ١٢)

"তোমার রবের পাকড়াও অত্যন্ত কঠোর।" (সূরা বুরূজ ঃ ১২)

وَكَذٰلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرٰى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيْمٌ شَدِيْدٌ إِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَآيَةً لِمَنْ خَافَ عَذَابَ الْآخِرَةِ ذٰلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوْعٌ لَهُ النَّاسُ وَذٰلِكَ يَوْمٌ مَشْهُوْدٌ وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَعْدُوْدٍ يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيْدٌ فَأَمَّا الَّذِيْنَ شَقُوْا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيْهَا زَفِيْرٌ وَشَهِيْقٌ (هود : ١٠٢ ١٠٦)

"যখন কোনো জনপদের অধিবাসীরা যুলুম করে, তখন তোমার রবের পাকড়াও এরূপই হয়ে থাকে; নিঃসন্দেহে তাঁর পাকড়াও অত্যন্ত যাতনাদায়ক, অতিশয় কঠোর। আর এসব ঘটনায় তার জন্য বড় উপদেশ বিদ্যমান, যে পরকালের আযাবকে ভয় করে। সেদিন সমস্ত মানুষকে সমবেত করা হবে; এবং তা হলো সকলের উপস্থিতির দিন। আর আমি তো অতি সমান্যকালের জন্য অবকাশ দিয়ে রেখেছি। সেদিন কারো কোন ব্যক্তি আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কথাও বলতে পারবে না। কাজেই তাদের মধ্যে কতক তো হবে দূর্ভাগা এবং কতক হবে সৌভাগ্যবান। আর যারা দুর্ভাগা হবে, তারা তো আগুনে পতিত হবে; তার মধ্যে তাদের চিৎকার ও আর্তনাদ (শ্রুত) হতে থাকবে।" (সূরা হূদ ঃ ১০২ - ১০৬)

وَيُحَذِّرُكُمُ اللّٰهُ نَفْسَهُ (اٰل عمران : ٢٨)

"আর আল্লাহ তোমাদের তাঁর সত্তার ভয় দেখান।" (সূরা আলে ইমরান ঃ ৩০)

www.BANGLAKITAB.com

يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ (عبس : ٣٤ ٣٧)

"সেদিন মানুষ তার ভাই থেকে, তার মা-বাপ ও স্ত্রী-পুত্র পরিজন থেকে পলায়ন করবে। তাদের প্রত্যেকেরই এরূপ ব্যস্ততা হবে যে, কেউ অন্য কারো দিকে মানোযোগী হতে পারবে না।" (সূরা আবাসা ঃ ৩৪-৩৭)

يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ، يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ (الحج : ١، ٢)

"হে মানব জাতি! তোমরা তোমাদের রবকে ভয় করো। নিঃসন্দেহে কিয়ামতের কম্পন ভীষণ ব্যাপার হবে। সেদিন দেখতে পারে স্তন্যদায়িনী নারীরা তাদের স্তন্যপায়ী সন্তানদের ভুলে যাবে এবং সকল গর্ভবতী নারী গর্ভপাত করবে। আর মানুষকে দেখতে পাবে নেশাগ্রস্ত মাতালের মতো, অথচ তারা মাতাল নয়; অধিকন্তু আল্লাহর আযাব অত্যন্ত কঠোর।" (সূরা হজ্জ ঃ ১-২)

وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ (الرحمن : ٤٦)

"আর যে ব্যক্তি তার রবের সামনে দাঁড়াতে ভয় করে তার জন্য দু'টি উদ্যান থাকবে।" (সূরা আর রহমান ঃ ৪৬)

وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ، إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ (الطور : ٢٥ ٢٨)

"আর তারা (বেহেশতে) একে অন্যের দিকে মুখামুখী হয়ে কথাবার্তা বলবে। তারা বলবে, আমরা তো ইতিপূর্বে নিজেদের গৃহে বড়ই ভীত থাকতাম। আল্লাহ আমাদের ওপর অনুগ্রহ করেছেন এবং আমাদের দোযখের উষ্ণ আযাব থেকে রক্ষা করেছেন। আমরা ইতিপূর্বে তাঁকে ডাকতাম। নিশ্চয়ই তিনি অত্যন্ত অনুগ্রহশীল ও বড়ই দয়ালু।" (সূরা তূর ঃ ২৫ ঃ ২৮)

٣٩٦- عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ : إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا نُطْفَةً ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ ، ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يُرْسَلُ الْمَلَكُ

www.BANGLAKITAB.com

فَيَنْفُخُ فِيْهِ الرُّوْحُ وَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ بِكَتْبِ رِزْقِهِ وَأَجَلِهِ وَعَمَلِهِ وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيْدٌ فَوَ الَّذِيْ لاَ إِلٰهَ غَيْرُهُ إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ حَتَّى مَا يَكُوْنُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلاَّ ذِرَاعٌ، فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ ، فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُهَا وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ حَتَّى يَكُوْنَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلاَّ ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَدْخُلُهَا، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ـ

৩৯৬.হযরত ইব্ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'সাদিকুল মাসদূক'-সর্বসমর্থিত সত্যবাদী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের বলেছেন ঃ তোমাদের প্রত্যেককে তার মায়ের পেটে চল্লিশ দিন পর্যন্ত শুক্র হিসেবে জমা রাখা হয়। অতঃপর তা রক্তপিন্ডে পরিণত হয়ে এই পরিমাণ সময় থাকে এবং পরে তার মাংসপিন্ড হিসেব অনুরূপ সময় জমা করে রাখা হয়। অতঃপর একজন ফেরেশতা পাঠানো হয়। তিনি তাতে আত্মা ফু'কে দেন এবং ৪টি বিষয়ে লেখার আদেশ করা হয়। আর তা হলো ঃ তার রিযিক, তার হায়াত, তার আমল ও সে দুর্ভাগ্যবান হবে অথবা সৌভাগ্যবান হবে। আর সেই সত্তার শপথ! যিনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। তোমাদের কেই জান্নাতীবাসীদের আমল করবে, এমনকি তার মাঝে ও জান্নাতের মাঝে মাত্র এক হাত ব্যবধান থাকবে। অতঃপর তার কিতাবের লিখন (তাফদীরের লিখন) সামনে এসে উপস্থিত হবে। ফলে সে জাহান্নামীদের আমল করবে এবং তাতে প্রবেশ করবে। আর তোমাদের কেউ জাহান্নামীদের কাজ করবে এমনকি তার মাঝে ও জাহান্নামের মাঝে মাত্র এক হাত ব্যবধান থাকবে। অতঃপর তার কিতাবের লিখন সামনে এসে উপস্থিত হবে। ফলে সে জান্নাতীদের আমল করবে এবং তাতে প্রবেশ করবে। (বুখারী ও মুসলিম)

٣٩٧- وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُؤْتَى بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لَهَا سَبْعُوْنَ أَلْفِ زِمَامٍ مَعَ كُلِّ زِمَامٍ سَبْعُوْنَ أَلْفُ مَلَكٍ يَجُرُّوْنَهَا ـ رَوَاهُ مُسْلِمٌ ـ

৩৯৭. হযরত ইব্ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ সেদিন জাহান্নামের সত্তর হাজার লাগাম হবে এবং প্রত্যেকটি লাগামের জন্য সত্তর হাজার ফিরিশ্‌তা থাকবে এবং তারা এ লাগাম ধরে টানবে। (মুসলিম)

٣٩٨- وَعَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : إِنَّ أَهْوَنَ أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِرَجُلٍ يَوْضَعُ فِيْ أَخْمَصِ قَدَمَيْهِ جَمْرَتَانِ يَغْلِيْ مِنْهُمَا دِمَاغُهُ مَا يُرَى أَنَّ أَحَدًا أَشَدُّ مِنْهُ عَذَابًا وَإِنَّهُ لأَهْوَنُهُمْ عَذَابًا ـ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ـ

www.BANGLAKITAB.com

৩৯৮. হযরত নু'মান ইব্‌ন বাশীর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ কিয়ামতের দিন দোযখীদের মধ্যে সবচাইতে লঘু শাস্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তির শাস্তি হবে এই যে, তার দু'পায়ে উপর আগুনের দু'টি অংগার রাখা হবে আর তাতে তার মস্তক সিদ্ধ হতে থাকবে। সে মনে করবে তার চাইতে কঠিন শাস্তির মুখোমুখী আর কেউ হয়নি। অথচ সে-ই দোযখীদের মধ্যে সবচাইতে কম শাস্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তি। (বুখারী ও মুসলিম)

٣٩٩- وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ نَبِيَّ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : مِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ النَّارُ إِلَى كَعْبَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ إِلَى رُكْبَتَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ إِلَى حُجْزَتِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ إِلَى تَرْقُوَتِهِ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

৩৯৯. হযরত সামুরা ইব্‌ন জুন্দুব (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ দোযখের আগুনে কোনো দোযখীর গোড়ালী পর্যন্ত, কারো হাঁটু পর্যন্ত, কারো কোমর পর্যন্ত এবং কারো গলা পর্যন্ত পুড়তে থাকবে। (মুসলিম)

٤٠٠- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : يَقُوْمُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِيْنَ حَتَّى يَغِيْبَ أَحَدُهُمْ فِيْ رَشْحِهِ إِلَى أَنْصَافِ أُذُنَيْهِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৪০০. হযরত ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ মানুষ যেদিন আল্লাহ রাব্বুল আ'লামীনের সামনে দাঁড়াবে, সেদিন কেউ তার নিজের ঘামে কানের অর্ধাংশ পর্যন্ত ডুবিয়ে দেবে। (বুখারী ও মুসলিম)

٤٠١- وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ خَطَبَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خُطْبَةً مَا سَمِعْتُ مِثْلَهَا قَطُّ فَقَالَ : لَوْ تَعْلَمُوْنَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيْلاً وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيْرًا فَغَطَّى أَصْحَابُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وُجُوْهَهُمْ وَلَهُمْ خَنِيْنٌ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৪০১. হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের সামনে এক ভাষণ প্রদান করেন যা আর কখনো শুনিনি। তিনি বলেন ঃ আমি যা জানি, তোমরা যদি তা জানতে পারতে, তবে নিশ্চয়ই খুব কম হাসতে আর খুব বেশী কাঁদতে। এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাহাবীগণ কাপড়ে মুখ ঢেকে ফেলেন এবং ডুকরে কাঁদতে শুরু করেন। (বুখারী ও মুসলিম)

٤٠٢- وَعَنِ الْمِقْدَادِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : تُدْنَى الشَّمْسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْخَلْقِ حَتَّى تَكُوْنَ مِنْهُمْ كَمِقْدَارِ مِيْلٍ قَالَ

www.BANGLAKITAB.com

سُلَيْمُ بْنُ عَامِرٍ الرَّاوِيْ عَنْ الْمِقْدَادِ : فَوَاللّٰهِ مَا أَدْرِيْ مَا يَعْنِيْ بِالْمِيْلِ ، أَمَسَافَةَ الْأَرْضِ أَمِ الْمِيْلَ الَّذِيْ تُكْتَحَلُ بِهِ الْعَيْنُ فَيَكُوْنُ النَّاسُ عَلَى قَدْرِ أَعْمَالِهِمْ فِي الْعَرَقِ فَمِنْهُمْ مَنْ يَكُوْنُ إِلَى كَعْبَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُوْنُ إِلَى رُكْبَتَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُوْنُ إِلَى حِقْوَيْهِ وَ مِنْهُمْ مَنْ يُلْجِمُهُ الْعَرَقُ الْجَامًا وَأَشَارَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِيَدِهِ إِلَى فِيْهِ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

৪০২. হযরত মিকদাদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ কিয়ামতের দিন সূর্যকে সৃষ্টজীবের এত কাছাকাছি নিয়ে আসা হবে যে তা তাদের থেকে মাত্র এক মাইলের ব্যবধানে অবস্থান করবে। এ হাদীসের রাবী সুলাইম ইব্‌ন আমির, মিকদাদ (রা) থেকে বর্ণনা করে বলেন, আল্লাহর কসম করে বলছি! আমি জানি না, মাইল বলতে এটা কি যমীনের দূরত্ব বুঝানের মাইল বলা হয়েছে নাকি চোখে সুরমা দেয়ার শলাকা বুঝানো হয়েছে? (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেন) অতঃপর মানুষ তাদের আমল অনুযায়ী ঘামের ভেতরে ডুবতে থাকবে। তাদের মধ্যে কেউ গোড়ালী পর্যন্ত, কেউ হাঁটু পর্যন্ত, কেউ কোমর পর্যন্ত ঘামের ভেতর ডুবে থাকবে। আর তাদের মধ্যে কাউকে ঘামের লাগাম পরানো হবে। এ কথা বলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের হাত দিয়ে মুখের দিকে ইশারা করেন।(মুসলিম)

٤٠٣- وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : يَعْرَقُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يَذْهَبَ عَرَقُهُمْ فِي الْأَرْضِ سَبْعِيْنَ ذِرَاعًا وَيُلْجِمُهُمْ حَتَّى يَبْلُغَ آذَانَهُمْ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৪০৩. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ কিয়ামতের দিন মানুষের এত ঘাম বেরুবে যে, তাদের ঘাম যমীনে সত্তর হাত উঁচু হয়ে বইতে থাকবে এবং তাদের ঘামের লাগাম পরানো হবে। এমনকি তাদের কান পর্যন্ত তা পৌছে যাবে। (বুখারী ও মুসলিম)

٤٠٤- وَعَنْهُ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ إِذْ سَمِعَ وَجْبَةً فَقَالَ : هَلْ تَدْرُوْنَ مَا هَذَا ؟ قُلْنَا اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ أَعْلَمُ ، قَالَ : هذَا حَجَرٌ رُمِيَ بِهِ فِي النَّارِ مُنْذُ سَبْعِيْنَ خَرِيْفًا فَهُوَ يَهْوِيْ فِي النَّارِ الْآنَ انْتَهَى إِلَى قَعْرِهَا فَسَمِعْتُمْ وَجْبَتَهَا - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

৪০৪. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে উপস্থিত ছিলাম, এ সময় তিনি কারো বস্তুর গড়িয়ে

www.BANGLAKITAB.com

পড়ার শব্দ শুনতে পেলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এটা কিসের শব্দ তোমরা জানো? আমরা বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভালো জানেন। তিনি বললেন ঃ এটা একটা পাথর যা সত্তর বছর পূর্বে নিক্ষেপ করা হয়েছিল। অদ্যাবদি তা দোযখেই গড়াচ্ছিল আর এখন গিয়ে এক গর্তে পতিত হয়েছে। তাই তোমরা এ পতনের শব্দ শুনতে পেলে। (মুসলিম)

٤٠٥- وَعَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلاَّ سَيُكَلِّمُهُ رَبُّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تَرْجُمَانٌ، فَيَنْظُرُ أَيْمَنَ مِنْهُ، فَلاَ يَرَى إِلاَّ مَا قَدَّمَ، وَيَنْظُرُ أَشْأَمَ مِنْهُ، فَلاَ يَرَى إِلاَّ مَا قَدَّمَ وَيَنْظُرُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلاَ يَرَى إِلاَّ النَّارَ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ فَاتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৪০৫. হযরত আদী ইব্‌ন হাতিম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের প্রত্যেকের সাথে তার প্রতিপালক কথাবার্তা বললেন। তার ও আল্লাহর মধ্যে কোনো দোভাষী থাকবে না। আর যে ডাইনে তাকিয়ে পূর্বে পাঠানো আমল ছাড়া আর কিছুই দেখবে না। আবার বাঁয়ে তাকিয়েও আমল ছাড়া আর কিছুই দেখতে পারে না। আর সামনে তাকিয়ে দোযখ ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাবে না। তাই এক টুক্‌রা খেজুরের বিনিময়ে হয়েও দোযখ থেকে বাঁচার চেষ্টা কর। (বোখারী ও মুসলিম)

٤٠٦- وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِنِّي أَرَى مَالاَ تَرَوْنَ أَطَّتِ السَّمَاءُ وَحُقَّ لَهَا أَنْ تَئِطَّ، مَا فِيْهَا مَوْضِعُ أَرْبَعِ أَصَابِعَ إِلاَّ وَمَلَكٌ وَاضِعٌ جَبْهَتَهُ سَاجِدًا لِلّٰهِ تَعَالَى وَاللّٰهِ لَوْ تَعْلَمُوْنَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيْلاً وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيْرًا وَمَا تَلَذَّذْتُمْ بِالنِّسَاءِ عَلَى الْفُرُشِ وَلَخَرَجْتُمْ إِلَى الصُّعُدَاتِ تَجْأَرُوْنَ إِلَى اللّٰهِ تَعَالَى - رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ -

৪০৬. হযরত আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আমি যা দেখতে পাচ্ছি, তোমরা তা দেখতে পাচ্ছো না। আকাশ উচ্চস্বরে শব্দ করছে, আর এর উচ্চস্বরে শব্দ করার অধিকার আছে। কেননা তাতে চার আংগুল পরিমাণ জায়গাও খালি নেই বরং ফিরিশতাগণ তাতে আল্লাহর জন্যে সিজ্‌দায় তাদের কপাল ঠেকিয়ে রেখেছেন। আল্লাহর কসম! আমি যা জানি, যদি তোমরা তা জানতে পারতে, তাহলে তোমরা হাঁসতে কম, কাঁদতে বেশী; আর তোমরা স্ত্রীদের সাথে বিছানায় শুয়ে আমোদ-আহলাদ করতে না এবং মহান আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাওয়ার জন্যে বনে জংগলে বেরিয়ে যেতে। (তিরমিযী)

www.BANGLAKITAB.com

٤٠٧- وَعَنْ أَبِي بَرْزَةَ نَضْلَةَ بْنِ عُبَيْدٍ الْأَسْلَمِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا تَزُوْلُ قَدَمَا عَبْدٍ حَتّٰى يُسْأَلَ عَنْ عُمُرِهِ فِيْمَ أَفْنَاهُ وَعَنْ عِلْمِهِ فِيْمَ فَعَلَ فِيْهِ وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ ، وَفِيْمَ أَنْفَقَهُ ، وَعَنْ جِسْمِهِ فِيْمَ أَبْلَاهُ - رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ -

৪০৭. হযরত আবু বারযা নাদলা ইব্‌ন ওবাইদ আসলামী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ কিয়ামাতের দিন (হাশরের ময়দানে) বান্দা তার স্থানেই দাঁড়িয়ে থাকবে, যে পর্যন্ত না তাকে জিজ্ঞেস করা হবে; তার জীবলকাল কিরূপে অতিবাহিত করেছে? তার জ্ঞান কিরূপে কাজে লাগিয়েছে। তার সম্পদ কোথা থেকে অর্জন করেছে এবং কিসে খরচ করেছে? আর তার শরীর কিভাবে পূরণ করেছে? (তিরমিযী)

٤٠٨- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَرَأَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ (يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا) ثُمَّ قَالَ : أَتَدْرُوْنَ مَا أَخْبَارُهَا؟ قَالُوْا : اَللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ أَعْلَمُ قَالَ : فَإِنَّ أَخْبَارَهَا أَنْ تَشْهَدَ عَلَى كُلِّ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ بِمَا عَمِلَ عَلَى ظَهْرِهَا تَقُوْلُ عَمِلْتَ كَذَا وَكَذَا فِيْ يَوْمِ كَذَا وَكَذَا ، فَهٰذِهِ أَخْبَارُهَا - رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ -

৩০৮. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ আয়াত পাঠ করলেন ঃ يؤمئذ تحدث اخبارها "সেদিন তা (যমীন) তার সমস্ত অবস্থা বর্ণনা করবে– " (সূরা যিল্‌যালঃ ৪) । অতঃপর তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমরা কি জানো সেদিন যমীন কি বর্ণনা করবে? উপস্থিত সবাই বললো, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভালো জানেন। তিনি বললেন ঃ যমীন যে অবস্থা বর্ণনা করবে তা হলো এই যে, তার উপরে নর-নারী কি কি করেছে, সে সম্পর্কে সাক্ষ্য দিয়ে বলবে, তুমি এই দিনে এই এই কাজ করেছো। এগুলো হলো তার বর্ণনা। (তিরমিযী)

٤٠٩- وَعَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كَيْفَ أَنْعَمُ وَصَاحِبُ الْقَرْنِ قَدِ الْتَقَمَ الْقَرْنَ ، وَاسْتَمَعَ الإِذْنَ مَتَى يُؤْمَرُ بِالنَّفْخِ فَيَنْفُخُ فَكَانَ ذٰلِكَ ثَقُلَ عَلَى أَصْحَابِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ لَهُمْ : قُوْلُوْا : حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ - رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ -

৪০৯. হযরত আবু সাঈদ খুদ্‌রী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ আমি কিভাবে নিশ্চিত বসে থাকবে পারি? অথচ শিংগাধরী ফিরিশ্‌তা (ইস্‌রাফীল) মুখে শিংগা লাগিয়ে কান খুলো অপেক্ষা করছেন, কখন তাঁকে ফুঁ দেয়ার

www.BANGLAKITAB.com

হুকুম করা হবে, আর তিনি ফুঁ দিবেন? মনে হলো যেন একথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাহাবীগণ সন্ত্রস্ত হয়ে আতংকিত হলেন। অতঃপর তিনি বললেন, তোমরা বলো, "আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট, আর তিনি উত্তম অভিভাবক ও সাহায্যকারী।" (তিরমিযী)

٤١٠- وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ خَافَ أَدْلَجَ وَمَنْ أَدْلَجَ بَلَغَ الْمَنْزِلَ أَلاَ إِنَّ سِلْعَةَ اللّٰهِ غَالِيَةٌ أَلاَ إِنَّ سِلْعَةَ اللّٰهِ الْجَنَّةُ - رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ -

৪১০. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি (শেষরাতে শত্রুর লুটতরাজকে) ভয় করে, সে সন্ধ্যা রাতেই রওয়ানা হয় এবং যে ব্যক্তি সন্ধ্যা রাতেই রওয়ানা হয়, সে গন্তব্যস্থলে পৌঁছতে পারে। জেনে রাখো, আল্লাহর সামগ্রী খুবই মূল্যবান। জেনে রাখো, আল্লাহর সামগ্রী হলো জান্নাত। (তিরমিযী)

٤١١- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حُفَاةً عُرَاةً غُرْلاً ، قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ جَمِيْعًا يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ؟ قَالَ : يَا عَائِشَةُ الْأَمْرُ أَشَدُّ مِنْ أَنْ يُهِمَّهُمْ ذٰلِكَ -

وَفِيْ رِوَايَةٍ : اَلْأَمْرُ أَهَمُّ مِنْ أَنْ يَنْظُرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৪১১. হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ কিয়ামতের দিন লোকেরা খালি পা, উলংগ শরীর এবং খাতনাহীন অবস্থায় সমবেত করা হবে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সমস্ত নারী-পুরুষ একসাথে? তারা তো একে অপরকে দেখতে থাকবে? তিনি বললেন ঃ হে আয়েশা! মানুষ যা কল্পনা করে সেদিনের পরিস্থিতি তার চাইতেও ভয়াবহ রূপ ধারণ করবে। অপর এক বর্ণনায় আছে, "মানুষ একে অপরের দিকে তাকাবে, সেদিনের অবস্থা তো এর চাইতেও ভয়াবহ হবে।" (বুখারী ও মুসলিম)

بَابُ الرَّجَاءِ

অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহর উপর আশা-ভরসা।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِيْنَ أَسْرَفُوْا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لاَ تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ إِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ - (الزمر : ٥٣)

www.BANGLAKITAB.com

"হে মুহাম্মদ, আপনি বলে দিন! হে আমার (আল্লাহর) বান্দারা! যারা নিজেদের উপর বাড়াবাড়ি করেছো তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না, নিশ্চয়ই আল্লাহ সমস্ত গুনাহ মাফ করে দেবেন। তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও করুণাময়।" (সূরা যুমার ঃ ৫৩)

وَهَلْ نُجَازِيْ إِلاَّ الْكَفُوْرَ (سبأ : ١٧)

"আর আমি অকৃতজ্ঞ লোকদেরই শাস্তি দিয়ে থাকি।" (সূরা সাবা ঃ ১৭)

إِنَّا قَدْ أُوْحِيَ إِلَيْنَا أَنَّ الْعَذَابَ عَلَى مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى (طٰهٰ : ٤٨)

"আমাদের কাছে অহী এসেছে, যে ব্যক্তি মিথ্যা আরোপ করে এবং (সত্য থেকে) মুখ ফিরিয়ে নেয়, সে-ই শাস্তি লাভ করবে।" (সূরা তো-হা ঃ ৪৮)

وَرَحْمَتِيْ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ - (الأعراف : ١٥٦)

"আর আমার রহমত সকল বস্তুকে পরিবেষ্টন করে রেখেছে।" (সূরা আরাফ ঃ ১৫৬)

٤١٢- وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ شَهِدَ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ ، وَأَنَّ عِيْسٰى عَبْدُ اللّٰهِ وَرَسُوْلُهُ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوْحٌ مِنْهُ ، وَالْجَنَّةَ وَالنَّارَ حَقٌّ أَدْخَلَهُ اللّٰهُ الْجَنَّةَ عَلَى مَا كَانَ مِنَ الْعَمَلِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

وَفِيْ رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ : مَنْ شَهِدَ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ النَّارَ -

৪১২. হযরত উবাদা ইব্ন সামিত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "যে ব্যক্তি সাক্ষ্য দেবে যে আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো ইলাই নেই, তিনি এক এবং তাঁর কোনো শরীক নেই; আর মুহাম্মদ তাঁর বান্দাহ ও রাসূল এবং ঈসা আল্লাহর বান্দাহ ও রাসূল এবং তাঁরই একটি শব্দ (হুকুম) যা তিনি মারইয়মের প্রতি প্রদান করেন এবং তারই পক্ষ থেকে দেয়া একটি আত্মা। আরো (এ সাক্ষ্য দেবে যে,) জান্নাত সত্য, জাহান্নাম ও সত্য, তাহলে আল্লাহ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, সে যে কোনো আমল করুক না কেন?" (বুখারী ও মুসলিম)

মুসলিমের অপর এক বর্ণনায় আছে ঃ "যে ব্যক্তি সাক্ষ্য দেবে যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো ইলাহ নেই এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর রাসূল, আল্লাহ তাঁর জন্য জাহান্নাম হারাম করে দিবেন।"

www.BANGLAKITAB.com

٤١٣- وَعَنْ أَبِي ذَرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُوْلُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ أَمْثَالُهَا أَوْ أَزِيْدُ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ ، فَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا أَوْ أَغْفِرُ وَمَنْ تَقَرَّبَ مِنِّي شِبْرًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ ذِرَاعًا، وَمَنْ تَقَرَّبَ مِنِّيْ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ بَاعًا وَمَنْ أَتَانِيْ يَمْشِيْ أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً وَمَنْ لَقِيَنِيْ بِقُرَابِ الْأَرْضِ خَطِيْئَةً يُشْرِكُ بِيْ شَيْئًا لَقِيْتُهُ بِمِثْلِهَا مَغْفِرَةً - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

৪১৩. হযরত আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ মহান আল্লাহ বলেন ঃ যে ব্যক্তি একটি সৎকাজ করবে, সে এর দশ গুণ অথবা এর চাইতেও বেশী সাওয়াব পাবে। আর যে ব্যক্তি একটি অন্যায় করবে, সে তেমনি একটি অন্যায়ের শাস্তি পাবে অথবা আমি মাফ করে দেবো। আর যে ব্যক্তি আমার এক বিঘত নিকটবর্তী হবে, আমি তার এক হাত নিকটবর্তী হবো; আর যে ব্যক্তি আমার এক হাত নিকটবর্তী হবে আমি দু'হাত নিকটবর্তী হবো। যে ব্যক্তি হেঁটে হেঁটে আমার কাছে আসবে আমি দৌড়ে তার কাছে যাবো। যে ব্যক্তি পৃথিবী সমান গুনাহ নিয়ে আমার সাথে সাক্ষাৎ করবে, অথচ সে আমার কোনো কিছু শরীক করেনি, আমি তার সাথে অনুরূপ নিয়ে সাক্ষাত করবো। (মুসলিম)

٤١٤- وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا الْمُوْجِبَتَانِ ؟ فَقَالَ : مَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللّٰهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ مَاتَ يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارَ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

৪১৪. হযরত জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। একদা জনৈক বেদুঈন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! 'মুজিবাতান' অর্থাৎ জান্নাত ও জাহান্নাম ওয়াজিবকারী বিষয় দু'টি কি কি? তিনি বললেন? যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে কোনো কিছুকে শরীক না করে মারা যায়, সে জান্নাতে যাবে, আর যে ব্যক্তি তার সাথে কোনো কিছুকে শরীক করে মারা যায়, সে জাহান্নামে যাবে। (মুসলিম)

٤١٥- وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَمُعَاذُ رَدِيْفُهُ عَلَى الرَّحْلِ قَالَ : يَا مُعَاذُ قَالَ : لَبَّيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَسَعْدَيْكَ قَالَ : يَا مُعَاذُ قَالَ : لَبَّيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَسَعْدَيْكَ قَالَ يَا مُعَاذُ قَالَ : لَبَّيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَسَعْدَيْكَ ثَلَاثًا ، قَالَ : مَا مِنْ عَبْدٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ صِدْقًا مِنْ قَلْبِهِ إِلَّا حَرَّمَهُ اللّٰهُ عَلَى النَّارِ قَالَ : يَا رَسُوْلَ

www.BANGLAKITAB.com

اللّٰهِ أَفَلاَ أُخْبِرُبِهَا النَّاسَ فَيَسْتَبْشِرُوْا؟ قَالَ : إِذَا يَتَّكِلُوْا فَأَخْبَرَ بِهَا مُعَاذٌ عِنْدَ مَوْتِهِ تَأَثُّمًا - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ-

৪১৫. হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। একদা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বাহনে সাওয়ার ছিলেন। আর তাঁর পেছনে বসা ছিল হযরত মু'আয (রা)। তিনি বলেন ঃ হে মু'আয! মু'আয (রা) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আপনার খেদমতে উপস্থিত আছি। তিনি আবার বললেন ঃ হে মু'আয! মু'আয (রা) উত্তরে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি আপনার পাশেই, আপনার সৌভাগ্যবান পরশেই হাযির আছি। তিনি পুনরায় বললেন ঃ হে মু'আয! মু'আয (রা) এবারও বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আপনার খেদমতে উপস্থিত। এরূপ তিনবার বলার পর তিনি বললেন ঃ যে কোন ব্যক্তি আন্তরিক বিশ্বাসের সাথেও সাক্ষ্য দেবে যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো ইলাহ নেই এবং মুহাম্মদ তাঁর বান্দাহ ও রাসূল, আল্লাহ তার জন্যে দোযখের আগুন হারাম করে দেবেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি কি এ ব্যাপারে মানুষকে অবহিত করবো না যাতে সুসংবাদ গ্রহণ করতে পারে? তিনি বললেন ঃ না, তাহলে তারা এটার ওপর নির্ভর করে বসে থাকবে। অতঃপর হযরত মু'আয (রা) জানা বিষয় গোপন করার গোনাহের ভয়ে তাঁর মৃত্যুর সময় এ ব্যাপারে বর্ণনা করেন। (বুখারী ও মুসলিম)

٤١٦- وَعَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ أَوْ أَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا شَكَّ الرَّاوِىْ وَلاَ يَضُرُّ الشَّكُّ فِىْ عَيْنِ الصَّحَابِىْ لأَنَّهُمْ كُلَّهُمْ عُدُوْلٌ، قَالَ : لَمَّا غَزْوَةَ تَبُوْكَ أَصَابَ النَّاسَ مَجَاعَةٌ فَقَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لَوْ أَذِنْتَ لَنَا فَنَحَرْنَا نَوَاضِحَنَا فَأَكَلْنَا وَادَّهَنَّا؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ افْعَلُوْا فَجَاءَ عُمَرُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ فَقَالَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِنْ فَعَلْتَ قَلَّ الظَّهْرُ وَلٰكِنِ ادْعُهُمْ بِفَضْلِ أَزْوَادِهِمْ ، ثُمَّ ادْعُ اللّٰهَ لَهُمْ عَلَيْهَا بِالْبَرَكَةِ لَعَلَّ اللّٰهَ أَنْ يَجْعَلَ فِىْ ذٰلِكَ الْبَرَكَةَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ نَعَمْ فَدَعَا بِنِطَعٍ فَبَسَطَهُ ، ثُمَّ دَعَا بِفَضْلِ أَزْوَادِهِمْ ، فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجِىْءُ بِكَفِّ ذُرَةٍ، وَيَجِىْءُ الْآخَرُ بِكَفِّ تَمْرٍ ، وَيَجِىْءُ الْآخَرُ بِكِسْرَةٍ حَتَّى عَلَى النِّطَعِ مِنْ ذٰلِكَ شَىْءٌ يَسِيْرٌ، فَدَاعَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِالْبَرَكَةِ ، ثُمَّ قَالَ : خُذُوْا فِىْ أَوْعِيَتِكُمْ فَأَخَذُوْا فِىْ أَوْعِيَتِهِمْ حَتّٰى مَا تَرَكُوْا فِىْ الْعَسْكَرِ وِعَاءً إِلاَّ مَلَؤُوْهُ ، وَأَكَلُوْا حَتّٰى شَبِعُوْا وَفَضَلَ فَضْلَةٌ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ وَأَنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ، لاَ يَلْقَى اللّٰهَ بِهِمَا عَبْدٌ غَيْرُ شَاكٍّ ؛ فَيُحْجَبَ عَنِ الْجَنَّةِ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ-

www.BANGLAKITAB.com

৪১৬. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। অথবা আবু সাঈদ খুদ্‌রী (রা) থেকে বর্ণিত। (রাবীর সন্দেহ, তবে মূল সাহাবীর মাঝে সন্দেহ থাকলে কোন ক্ষতি নেই, কেননা তাঁরা প্রত্যেকেই ন্যায়নিষ্ঠ) তিনি বলেন, তাবূক যুদ্ধের সময় মুসলিম বাহিনীতে অনটন ও দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। তাঁরা বললো ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি অনুমতি দিলে আমরা আমাদের উট যবেহ্ করে খেতেও পারি, চর্বি দিয়ে তেলও বানাতে পারি। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ ঠিক আছে, তাই করো। এ সময় হযরত উমর (রা) এসে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি যদি এরূপ করেন তাহলে বাহন কমে যাবে। বরং আপনি তাদের অবশিষ্ট রসদ নিয়ে আসতে আহ্বান করুন। অতঃপর তাদের রসদে বরকত দেয়ার জন্য আল্লাহর কাছে দু'আ করুন। আশা করা যায়, আল্লাহ এতে বরকত দান করবেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ হাঁ, তাই করবো। অতঃপর তিনি চামড়ার একটি দস্তরখান আনিয়ে বিছালেন। পরে তাদের অবশিষ্ট রসদ নিয়ে আসার জন্যে ডাকলেন। সুতরাং তাঁদের কেউ এক মুষ্টি তরকারী নিয়ে আসতে শুরু করলো, কেউবা এক মুষ্টি খেজুর, আবার কেউবা এক টুকারো রুটি নিয়ে হাযির করলো। অবশেষে দস্তরখানের মধ্যে বরকতের যৎসামান্য রসদ জমা হলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এগুলোর মধ্যে বরকতের জন্য দু'আ করার পর বললেন ঃ এগুলো তোমাদের পাত্রে ভরে নিয়ে যাও। অতঃপর সকলেই তাদের পাত্র ভরে ভরে নিয়ে গেলো ঃ এমনকি এ বাহিনীর সবগুলো পাত্রই ভরে গেলো এবং তারা তৃপ্তির সাথে খেয়েও আরে অবশিষ্ট রয়ে গেলো। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই এবং আমি আল্লাহর রাসূল। যে ব্যক্তি সন্দেহাতীতভাবে এদু'টো কলেমা নিয়ে আল্লাহর সাক্ষাত করবে, তাকে জান্নাত থেকে বঞ্চিত করা হবে না। (মুসলিম)

٤١٧- وَعَنْ عِتْبَانَ بنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ وَهُوَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا قَالَ : كُنْتُ أُصَلِّي لِقَوْمِيْ بَنِي سَالِمٍ ، وَكَانَ يَحُوْلُ بَيْنِيْ وَبَيْنَهُمْ وَادٍ إِذَا جَاءَتْ الْأَمْطَارُ ، فَيَشُقُّ عَلَيَّ اجْتِيَازُهُ قِبَلَ مَسْجِدِهِمْ ، فَجِئْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقُلْتُ لَهُ : أَنِّيْ أَنْكَرْتُ بَصَرِيْ ، وَإِنَّ الْوَادِيَ الَّذِيْ بَيْنِيْ وَبَيْنَ قَوْمِيْ يَسِيْلُ إِذَا جَاءَتِ الْأَمْطَارُ ، فَيَشُقُّ عَلَيَّ اجْتِيَازُهُ ، فَوَدِدْتُ أَنَّكَ تَأْتِيْ ، فَتُصَلِّيْ فِيْ بَيْتِيْ مَكَانًا أَتَّخِذُهُ مُصَلًّى ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ سَأَفْعَلُ ، فَغَدَا عَلَيَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ وَأَبُوْ بَكْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ بَعْدَ مَا اشْتَدَّ النَّهَارُ ، وَاسْتَأْذَنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَأَذِنْتُ لَهُ فَلَمْ يَجْلِسْ حَتّٰى قَالَ : أَيْنَ تُحِبُّ أَنْ أُصَلِّيَ مِنْ بَيْتِكَ ؟ فَأَشَرْتُ لَهُ إِلَى الْمَكَانِ الَّذِيْ أُحِبُّ أَنْ يُصَلِّيَ فِيْهِ فَقَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَكَبَّرَ وَصَفَفْنَا وَرَاءَهُ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ وَسَلَّمْنَا

www.BANGLAKITAB.com

حِيْنَ سَلَّمَ فَحَبَسْتُهُ عَلَى خَزِيْرَةٍ تُصْنَعُ لَهُ ، فَسَمِعَ أَهْلُ الدَّارِ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فِيْ بَيْتِيْ ، فَثَابَ رِجَالٌ مِنْهُمْ حَتَّى كَثُرَ الرِّجَالُ فِيْ الْبَيْتِ ، فَقَالَ رَجُلٌ : مَا فَعَلَ مَالِكٌ لاَ أَرَاهُ! فَقَالَ رَجُلٌ ذَلِكَ مُنَافِقٌ لاَ يُحِبُّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ تَقُلْ ذَلِكَ أَلاَ تَرَاهُ قَالَ : لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ يَبْتَغِيْ بِذَلِكَ وَجْهَ اللّٰهِ تَعَالٰى؟ ! فَقَالَ : اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ أَعْلَمُ ، أَمَا نَحْنُ فَوَاللّٰهِ مَا نَرَى وُدَّهُ ، وَلاَ حَدِيْثَهُ إِلاَّ إِلَى الْمُنَافِقِيْنَ! فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَإِنَّ اللّٰهَ قَدْ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ : لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ يَبْتَغِيْ بِذٰلِكَ وَجْهَ اللّٰهِ ـ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ـ

৪১৭. হযরত ইতবান ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি ছিলেন বদরের যুদ্ধের শহীদগণের অন্যতম। তিনি বলেন, আমি আমার বনী সালিম গোত্রের মসজিদে নামায পড়াতাম। তাদের ও আমার মাঝে একটি উপত্যকা ছিল প্রতিবন্ধক। বৃষ্টির সময় এটা পার হয়ে তাদের মসজিদে উপস্থিত হওয়ার আমার পক্ষে দুঃসাধ্য হয়ে পড়তো। অতঃপর একদা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে গিয়ে বললাম, আমার দৃষ্টিশক্তি হ্রাস পেয়েছে; আর আমার ও আমার গোত্রের মসজিদের মধ্যখানে একটি উপত্যকা আছে, যা বৃষ্টির দিনে প্লাবিত হয়ে যায় বিধায় তা পার হওয়া আমার পক্ষে কঠিন হয়ে পড়ে। সুতরাং আমি চাই যে, আপনি আমার বাড়ীতে গিয়ে একটি স্থানে নামায পড়ে আসবেন, আর আমি সে স্থানটিকেই মুসাল্লা বানাব। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ ঠিক আছে আমি তা করবো। পরদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আবু বকর (রা)-কে নিয়ে বাড়ীতে প্রবেশ করার অনুমতি চাইলেন, আমি তাকে অনুমতি দিলাম। তিনি প্রবেশ করে না বসেই বললেন ঃ তুমি তোমার ঘরের কোন জায়গায় নামায পড়তে পসন্দ করো? অতঃপর যে জায়গায় নামায পড়তে আমি পছন্দ করি সেদিকে ইশারা করলাম। সে স্থানে দাঁড়িয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 'আল্লাহু আকবার' বলে নামায শুরু করলেন। আর আমরা সারিবদ্ধ হয়ে তাঁর পেছনে দাঁড়ালাম। তিনি দু'রাকা'আত নামায পড়ে সালাম ফিরালেন। আমরাও সালাম ফিরিয়ে তাঁর জন্যে তৈরী 'খাযিরা' (এক প্রকার খাদ্য বস্তু) গ্রহণের জন্য তাঁকে আটকে রাখলাম। বাড়ীর লোকেরা শুনতে পেলো যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার বাড়ীতে উপস্থিত; সুতরাং তাঁরা দলে দলে এসে সমবেত হলো। ঘরে লোকসংখ্যা যখন বেড়ে গেলো, জনৈক ব্যক্তি বললো, মালিক কোথায়? আমি তাকে তো দেখছি না। অপর এক ব্যক্তি বললো, সে নাকি মুনাফিক, সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালোবাসে না। এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ এমন কথা বলো না, তাকে দেখতে পাচ্ছো না যে, সে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু' পাঠ

www.BANGLAKITAB.com

করেছে?ঐ ব্যক্তি বললো, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভালো জানেন। আল্লাহর কসম! আমরা তো দেখছি সে মুনাফিক ছাড়া আর কারো সাথে বন্ধুত্ব করছে না, কথাও বলছে না। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির কামনা করে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু' পাঠ করেছে, আল্লাহ তার জন্য জাহান্নামের আগুন হারাম করে দিয়েছেন। (বুখারী ও মুসলিম)

٤١٨- وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَدِمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِسَبْيٍ فَإِذَا امْرَأَةٌ مِنَ السَّبْيِ تَسْعَى ، إِذْ وَجَدَتْ صَبِيًّا فِي السَّبْيِ أَخَذَتْهُ، فَأَلْزَقَتْهُ بِبَطْنِهَا فَأَرْضَعَتْهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَتُرَوْنَ هٰذِهِ الْمَرْأَةَ طَارِحَةً وَلَدَهَا فِي النَّارِ ؟قُلْنَا لاَ وَاللّٰهِ فَقَالَ : لِلّٰهِ أَرْحَمُ بِعِبَادِهِ مِنْ هٰذِهِ بِوَلَدِهَا ـ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ـ

৪১৮. হযরত উমার ইব্ন খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে কিছু সংখ্যক বন্দী হাযির করা হলো; তাদের মধ্যে জনৈক বন্দীনি অস্থির হয়ে দৌড়াচ্ছিল আর বন্দীদের মধ্যে কোনো একটি শিশু পেলেই সে তাকে কোলে নিয়ে পেটের সাথে মিশিয়ে দুধ পান করাচ্ছিল। এ অবস্থা দেখে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ তোমরা কি মনে করো এ মেয়েলোকটি তার সন্তানকে আগুনে ফেলতে পারে? আমরা বললাম, আল্লাহর কসম! কখনো নয়। তিনি বললেন ঃ এ মেয়েলোকটি তার সন্তানের প্রতি যেরূপ সদয়,মহান আল্লাহ তাঁর বান্দাদের প্রতি এর চাইতেও অনেক বেশী সদয় ও অনুগ্রহশীল। (বুখারী ও মুসলিম)

٤١٩- وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَمَّا خَلَقَ اللّٰهُ الْخَلْقَ كَتَبَ فِيْ كِتَابٍ فَهُوَ عِنْدَهُ فَوْقَ الْعَرْشِ إِنَّ رَحْمَتِيْ تَغْلِبُ غَضَبِيْ وَفِيْ رِوَايَةٍ غَلَبَتْ غَضَبِيْ وَفِيْ رِوَايَةٍ سَبَقَتْ غَضَبِيْ ـ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৪১৯. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লহ যখন সমস্ত মাখলূকাত সৃষ্টি করেন, তখন তাঁর কাছে আরশের উপর বিদ্যমান একটি কিতাব ও কথাগুলো লিখে রাখেন। "আমার রহমত আমার ক্রোধের ওপর বিজয়ী হবে"। অপর এক বর্ণনায় আছে ঃ (আমার দয়া-অনুগ্রহ) "আমার ক্রোধের ওপর বিজয়ী হয়েছে।" আরেক বর্ণনায় আছে ঃ (আমার রহমত) "আমার ক্রোধের অগ্রগামী হয়েছে।" (বুখারী ও মুসলিম)

٤٢٠- وَعَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : جَعَلَ اللّٰهُ الرَّحْمَةَ مِائَةَ جُزْءٍ ، فَأَمْسَكَ عِنْدَهُ تِسْعَةً وَتِسْعِيْنَ ، وَأَنْزَلَ فِي الْأَرْضِ جُزْءً وَاحِدًا،

www.BANGLAKITAB.com

فَمِنْ ذَلِكَ الْجُزْءِ يَتَرَاحَمُ الْخَلاَئِقُ حَتَّى تَرْفَعَ الدَّابَّةُ جَافِرَهَا عَنْ وَلَدِهَا خَشْيَةَ أَنْ تُصِيْبَهُ ـ

وَفِي رِوَايَةٍ : إِنَّ لِلّٰهِ تَعَالَى مِائَةَ رَحْمَةٍ أَنْزَلَ مِنْهَا رَحْمَةً وَاحِدَةً بَيْنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَالْبَهَائِمِ ، وَالْهَوَامِّ فَبِهَا يَتَعَاطَفُوْنَ وَبِهَا يَتَرَاحَمُوْنَ وَبِهَا تَعْطِفُ الْوَحْشُ عَلَى وَلَدِهَا وَأَخَّرَ اللّٰهُ تَعَالَى تِسْعًا وَتِسْعِيْنَ رَحْمَةً يَرْحَمُ بِهَا عِبَادَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ـ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ـ

وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ أَيْضًا مِنْ رِوَايَةِ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِنَّ اللّٰهَ تَعَالَى مِائَةَ رَحْمَةٍ فَمِنْهَا رَحْمَةٌ يَتَرَاحَمُ بِهَا الْخَلْقُ بَيْنَهُمْ وَتِسْعٌ وَتِسْعُوْنَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ ـ

وَفِي رِوَايَةٍ : إِنَّ اللّٰهَ تَعَالَى خَلَقَ يَوْمَ خَلَقَ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضَ مِائَةَ رَحْمَةٍ كُلُّ رَحْمَةٍ طِبَاقٌ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ، فَجَعَلَ مِنْهَا فِي الْأَرْضِ رَحْمَةً فَبِهَا تَعْطِفُ الْوَالِدَةُ عَلَى وَلَدِهَا وَالْوَحْشُ وَالطَّيْرُ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ أَكْمَلَهَا بِهٰذِهِ الرَّحْمَةِ ـ

৪২০. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ আল্লাহ রহমতকে ১০০ ভাগে বিভক্ত করেছেন। অতঃপর ৯৯ ভাগই তাঁর কাছে রেখেছেন এবং মাত্র একভাগ পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। তার এই অংশ থেকেই সমস্ত সৃষ্টি পরস্পরের প্রতি দয়া -অনুগ্রহ করে থাকে, এমনকি চতুস্পদ জন্তু তার বাচ্চার ওপর থেকে পা সরিয়ে নেয়, যেনো সে কোন কষ্ট না পায়। অপর এক বর্ণনা আছে ঃ মহান আল্লাহর একটি রহমত (দয়া) আছে, তন্মধ্যে মাত্র একটি রহমত জিন্, মানুষ, জীবজন্তু ও কীট-পতংগের মাঝে প্রেরণ করেছেন। এরই মাধ্যমে তারা পরস্পরের প্রতি দয়া, অনুগ্রহ ও প্রেম-প্রীতি প্রদর্শন করে থাকে এবং বন্যজন্তু নিজের বাচ্চাকে স্নেহ করে। আর আল্লাহ ৯৯টি রহমত বাঁচিয়ে রেখেছেন, এগুলো দ্বারা তিনি কিয়ামতের দিন তাঁর বান্দাদের প্রতি অনুগ্রহ করবেন। (বুখারী ও মুসলিম)

এ প্রসংগে হযরত সালমান ফারসী (রা) থেকে ও ইমাম মুসলিম (র) বর্ণনা করে বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহর ১০০টি রহমত আছে। তন্মধ্যে একটি মাত্র রহমতের মাধ্যমে সৃষ্টি জগত পরস্পর স্নেহ মমতা করে। আর ৯৯টি রহমত কিয়ামতের দিনের জন্য রয়ে গেছে।

www.BANGLAKITAB.com

অপর এক বর্ণনায় আছে ঃ আল্লাহ তা'য়ালা যেদিন আসমান যমীন সৃষ্টি করেন সেদিন ১০০টি রহমতও সৃষ্টি করেছেন। আর প্রত্যেকটি রহমতই যমীনের মাঝখানের মহাশূন্যের মত বড়। তম্মধ্যে একটি রহমত পৃথিবীতে দিয়েছেন। এরই মাধ্যমে মা তার সন্তানকে স্নেহ করে এবং জীবজন্তু ও পশুপাখী পরস্পরকে স্নেহ মমতা করে। যখন কিয়ামতের দিন আসবে, মহান আল্লাহ পরিপূর্ণ রহমত প্রদর্শন করবেন।

٤٢١- وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِيمَا يَحْكِيْ عَنْ رَبِّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ أَذْنَبَ عَبْدٌ ذَنْبًا فَقَالَ : اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ ذَنْبِيْ فَقَالَ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : أَذْنَبَ عَبْدِيْ ذَنْبًا فَعَلِمَ أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ ، وَيَأْخُذُ بِالذَّنْبِ ، ثُمَّ عَادَ فَأَذْنَبَ ، فَقَالَ أَيْ رَبِّ اغْفِرْلِيْ ذَنْبِيْ ، فَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: أَذْنَبَ عَبْدِيْ ذَنْبًا فَعَلِمَ أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُلِيْ ذَنْبِيْ ، فَقَالَ ، تَبَارَكَ وَتَعَالَى : أَذْنَبَ عَبْدِيْ ذَنْبًا، فَعَلِمَ أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَأْخُذُ بِالذَّنْبِ قَدْ غَفَرْتُ لِعَبْدِيْ فَلْيَفْعَلْ مَا شَاءَ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৪২১. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি তাঁর মহান ও কল্যাণময় রবের কাছ থেকে বর্ণনা করে বলেন ঃ কোন বান্দাহ একটি গুনাহ করে বললো ঃ হে আল্লাহ! আমার গুনাহ মাফ করো, তখন বিপুল বরকতের অধিকারী আল্লাহ বলেন ঃ আমার বান্দাহ একটি গুনাহ করেছে। অতঃপর জানতে পেরেছে যে, তার রব গুনাহ মাফ করেন আবার এ জন্যে পাকড়াও করেন। সে পুনরায় গুনাহ করে বললো ঃ হে আমার প্রতিপালক! আমার গুনাহ মাফ করে দাও। তখন মহান কল্যাণময় আল্লাহ বলেন ঃ আমার বান্দাহ একটি গুনাহ করেছে, আর সে জেনেছে যে, তার প্রতিপালক গুনাহ মাফ করেন ঃ আর গুনাহর জন্যে পাকাড়ও করেন। সে আবারো একটি গুনাহ করলো এবং বললো, হে রব! আমার গুনাহ মাফ করে দাও। তখন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ আমার বান্দাহ গুনাহ করে ফেলেছে, আর সে জেনেছে যে,তার প্রতিপালক গুনাহ মাফ করে দেন, আর এ জন্যে শাস্তিও দেন। সুতরাং আমার বান্দাকে মাফ করে দিলাম, সে যা ইচ্ছা তাই করুক। (বুখারী ও মুসলিম)

٤٢٢- وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ لَوْ لَمْ تُذْنِبُوْا لَذَهَبَ اللّٰهُ بِكُمْ وَلَجَاءَ بِقَوْمٍ يُذْنِبُوْنَ فَيَسْتَغْفِرُوْنَ اللّٰهَ تَعَالَى فَيَغْفِرُ لَهُمْ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

৪২২. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যাঁর হাতে আমার জীবন, সে মহান সত্তার কসম করে বলছি, তোমরা

www.BANGLAKITAB.com

যদি গুনাহ না করতে, তাহলে আল্লাহ তোমাদের নিয়ে যেতেন এবং তোমাদের জায়গায় এমন এক জাতিকে আনতেন, যারা গুনাহ করে আল্লাহর কাছে মাফ চাইতো। অতঃপর আল্লাহ তাদের মাফ করে দিতেন। (মুসলিম)

٤٢٣- وَعَنْ أَبِيْ أَيُّوْبَ خَالِدِ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : لَوْلاَ أَنَّكُمْ تُذْنِبُوْنَ لَخَلَقَ اللّٰهُ خَلْقًا يُذْنِبُوْنَ فَيَسْتَغْفِرُوْنَ ، فَيَغْفِرُ لَهُمْ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

৪২৩. হযরত আবু আইউব খালিদ ইব্‌ন যায়িদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ তোমরা যদি গুনাহ না করতে তাহলে আল্লাহ এরূপ জাতি সৃষ্টি করতেন, যারা গুনাহ করে ক্ষমা চাইতো এবং তিনি ক্ষমা করে দিতেন। (মুসলিম)

٤٢٤- وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا قُعُوْدًا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مَعَنَا أَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا فِيْ نَفَرٍ فَقَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ بَيْنِ أَظْهُرِنَا فَأَبْطَأَ عَلَيْنَا فَخَشِيْنَا أَنْ يُقْتَطَعَ دُوْنَنَا ؛ فَفَزِعْنَا فَقُمْنَا ، فَكُنْتُ أَوَّلَ مَنْ فَزِعَ فَخَرَجْتُ أَبْتَغِيْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ حَتَّى أَتَيْتُ حَائِطًا لِلْأَنْصَارِ وَذَكَرَ الْحَدِيْثَ بِطُوْلِهِ إِلَى قَوْلِهِ : فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذْهَبْ فَمَنْ لَقِيْتَ وَرَاءَ هٰذَا الْحَائِطِ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ مُسْتَيْقِنًا بِهَا قَلْبُهُ فَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

৪২৪. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে ছিলাম। আমাদের এ দলে হযরত আবু বকর ও উমর (রা) উপস্থিত ছিলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের মাঝ থেকে উঠে চলে গেলেন এবং ফিরে আসতে বিলম্ব করতে লাগলেন। এদিকে আমরা আশংকা করতে লাগলাম যে, আমাদের অবর্তমানে তাঁকে না আবার কেউ কষ্ট দেয়। সুতরাং আমরা আতংকিত হয়ে উঠে পড়লাম। আতংকগ্রস্তদের মধ্যে আমিই ছিলাম প্রথম ব্যক্তি। তাই আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (এর অনুসন্ধানে) বেরিয়ে পড়লাম, অতঃপর জনৈক আনসারীর বাগানে উপস্থিত হলাম। তিনি এ দীর্ঘ হাদীসখানা এ পর্যন্ত বর্ণনা করেন ঃ অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ তুমি যাও এ বাগানে পেরিয়ে যার সাথে তোমরা সাক্ষাত হবে, সে যদি তার আন্তরিক বিশ্বাসের সাথে সাক্ষ্য দেয় যে, "আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো ইলাহ নেই, তবে তাকে জান্নাতের সুসংবাদ প্রদান করো।" (মুসলিম)

www.BANGLAKITAB.com

٤٢٥- وَعَنْ عَبْدُ اللّٰهِ بنِ عَمْرِو بنِ الْعَاصِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ تَلاَ قَوْلَ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ فِى إِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِ السَّلاَم "رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيْرًا مِنَ النَّاسِ فَمَنْ تَبِعَنِى فَإِنَّهُ مِنِّى" (إِبْرَاهِيْمَ : ٣٦) ، وَقَوْلَ عِيْسٰى ، (عَلَيْهِ السَّلاَمُ) "إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ" (المَائدة : ١١٨) ، فَرَفَعَ يَدَيْهِ وَقَالَ : اَللّٰهُمَّ أُمَّتِىْ أُمَّتِىْ وَبَكَى ، فَقَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ : يَا جِبْرِيْلُ اِذْهَبْ إِلَى مَحَمَّدٍ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ . فَسَلْهُ مَا يُبْكِيْهِ؟ فَأَتَاهُ جِبْرِيْلُ ، فَأَخْبَرَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِمَا قَالَ وَهُوَ أَعْلَمُ ، فَقَالَ اللّٰهُ تَعَالَى : يَا جِبْرِيْلُ اِذْهَبْ إِلَى مَحَمَّدٍ فَقُلْ إِنَّا سَنُرْضِيْكَ فِىْ أُمَّتِكَ وَلاَ نَسُوْؤُكَ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ-

৪২৫. হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন আস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত ইব্‌রাহীম (আ) সম্পর্কিত মহান আল্লাহর এ বাণী তিলাওয়াত করেন- ..... رَبِّ اِنَّهُنَّ اَضْلَلْنَ "হে আমার প্রতিপালক! এ মূর্তিগুলো বহু মানুষকে পথভ্রষ্ট করেছেন। কাজেই যে ব্যক্তি আমার অনুসরণ করবে, সে তো আমারই" (সূরা ইব্‌রাহীম ঃ ৩৬) আর তিনি (নবী (স) ঈসার (আ) বাণী (যা কুরআনে আছে) তিলাওয়াত করেন ঃ..... اِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَاِنَّهُمْ "আপনি যদি তাদের শাস্তি দেন তাহলে (এ শাস্তি দেবার অধিকার আপনার আছে কারণ) তারা তো আপরানাই বান্দাহ। আর আপনি যদি তাদের ক্ষমা করে দেন, তাহলে (আপনি তাও করতে পারেন কারণ) আপনি তো মহাপরাক্রমশালী ও বিজ্ঞানময়।"(সূরা মায়িদা:১১৮) অতঃপর তনি তাঁর মুবারক দু'হাত উঠিয়ে বললেন ঃ "হে আল্লাহ! আমার উম্মাত! আমার উম্মাত! এই বলে তিনি কেঁদে ফেললেন। মহামহিম আল্লাহ জিব্‌রাঈলকে ডেকে বললেন ঃ তুমি মুহাম্মাদের কাছে যাও, এবং তাঁকে কাঁদার কারণ জিজ্ঞেস করো, তবে এ ব্যাপারে তোমরা রব অবহিত আছেন। অতঃপর হযরত জিব্‌রীল (আ) তাঁর কাছে উপস্থিত হলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে যা বলার ছিল বলে দিলেন। এর ব্যাপারে তিনি (আল্লাহ) তো সবই জানেন, সুতরাং মহান আল্লাহ জিব্‌রীলকে বললেন ঃ তুমি মুহাম্মাদের কাছে গিয়ে বলো, "আমি আপনাকে উম্মাতের ব্যাপারে সন্তুষ্ট করবো, আপনাকে চিন্তাযুক্ত করবো না।" (মুসলিম)

٤٢٦- وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ رِدْفَ النَّبِىِّ ﷺ عَلَى حِمَارٍ فَقَالَ : يَا مُعَاذُ هَلْ تَدْرِىْ مَا حَقُّ اللّٰهِ عَلَى عِبَادِهِ ، وَمَا حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللّٰهِ؟ قُلْتُ : اَللّٰهُ وَ رَسُوْلُهُ أَعْلَمُ ، قَالَ فَإِنَّ حَقَّ اللّٰهِ عَلَى الْعِبَادِ

www.BANGLAKITAB.com

أَنْ يَعْبُدُوْهُ، وَلاَ يُشْرِكُوْا بِهِ شَيْئًا، وَحَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللّٰهِ أَنْ لاَ يُعَذِّبَ مَنْ لاَ يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، فَقُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ أَفَلاَ أُبَشِّرُ النَّاسَ؟ قَالَ لاَ تُبَشِّرْهُمْ فَيَتَّكِلُوْا - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৪২৬. হযরত মু'আয ইব্‌ন জাবাল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পেছনে একটি গাধার উপর বসা ছিলাম। এমন সময় তিনি বললেন ঃ হে মু'আয! তুমি কি জানো? বান্দার উপর আল্লাহর হক কি এবং আল্লাহর উপর বান্দার হক কি? আমি বললাম, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলই ভালো জানেন। তিনি বললেন ঃ বান্দার উপর আল্লাহর হক হলো ঃ তারা তাঁর ইবাদত করবে এবং তাঁর সাথে কোনো কিছুকেই শরীক করবে না। আর আল্লাহর উপর বান্দার হক হলো ঃ যে ব্যক্তি তাঁর সাথে কোনো কিছুকে শরীক করবে না, তিনি তাকে কোনো শাস্তি দেবেন না। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি কি মানুষকে এ সুসংবাদ দেবো না? তিনি বললেন ঃ তুমি তাদের এ সুসংবাদ দিয়ো না, তাহলে তারা এর উপর নির্ভর করে বসে থাকবে। (বুখারী ও মুসলিম)

٤٢٧ - وَعَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْمُسْلِمُ إِذَا سُئِلَ فِي الْقَبْرِ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ ، فَذٰلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى : "يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ أٰمَنُوْا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْأٰخِرَةِ" (إبراهيم : ٢٧) - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৪২৭. হযরত বারাআ ইব্‌ন আযিব (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, মুসলমানকে যখন কবরে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে, তখন সে সাক্ষ্য দেবে ঃ আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর রাসূল। আর এভাবে সাক্ষ্য দেয়াটাই মহান আল্লাহর এ বাণীর প্রমাণ ঃ ..... يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ "আল্লাহ ঈমানদার লোকদের সেই অটল বাক্যের (কলেমা তাইয়্যেবার) দরুন ইহকালীন জীবনে ও পরকালে সুদৃঢ় রাখেন"– (সূরা ইব্‌রাহীম ঃ ২৭) (বুখারী ও মুসলিম)

٤٢٨- وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ إِنَّ الْكَافِرَ إِذَا عَمِلَ حَسَنَةً أُطْعِمَ بِهَا طُعْمَةً مِنَ الدُّنْيَا وَأَمَّا الْمُؤْمِنُ فَإِنَّ اللّٰهَ تَعَالَى يَدَّخِرُ لَهُ حَسَنَاتِهِ فِي الْأٰخِرَةِ وَيُعْقِبُهُ رِزْقًا فِي الدُّنْيَا عَلَى طَاعَتِهِ -

وَفِي رِوَايَةٍ : إِنَّ اللّٰهَ لاَ يَظْلِمُ مُؤْمِنًا حَسَنَةً يُعْطَى بِهَا فِي الدُّنْيَا وَيُجْزَى بِهَا فِي الْأٰخِرَةِ وَأَمَّا الْكَافِرُ فَيُطْعَمُ بِحَسَنَاتِ مَا عَمِلَ لِلّٰهِ

www.BANGLAKITAB.com

تَعَالَى فِى الدُّنْيَا حَتَّى إِذَا أَفْضَى إِلَى الْأٰخِرَةِ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَسَنَةٌ يُجْزَى بِهَا - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

৪২৮. হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ কাফির যখন কোনো সৎকাজ করে, তখন ইহকালের তাকে এর স্বাদ গ্রহণ করতে দেয়া হয়। আর ঈমানদারের সৎকাজগুলো আল্লাহ তা'য়ালা পরকালের জন্য সঞ্চয় করে রাখেন এবং এর অনুসরণে ইহকালেও তাকে রিযিক প্রদান করেন।

অপর এক বর্ণনায় আছে ঃ আল্লাহ তা'য়ালা ঈমানদার ব্যক্তিকে কোনো সৎকাজের অধিকার লংঘন করবেন না। ইহকালেও তাকে এর বিনিময় দেয়া হয়, পরকালেও তাকে এর প্রতিদান দেয়া হবে। কাজেই কাফির আল্লাহর ওয়াস্তে যে সৎকাজ করে, তাকে ইহকালেই এর বিনিময় দেয়া হয়। আর যে যখন পরকালে পৌছবে, তখন তার কোনো সৎকাজই থাকবে না, যার বিনিময়ে কোনো প্রতিদান দেয়া যেতে পারে। (মুসলিম)

٤٢٩- وَعَنْ جَابِرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ كَمَثَلِ نَهْرٍ جَارٍ غَمْرٍ عَلَى بَابِ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ مِنْهُ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

৪২৯. হযরত জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের দৃষ্টান্ত হলো এরূপ, যেরূপ তোমাদের কারো বাড়ীর দরজার পাশে একটি নদী প্রবাহিত হয়, আর সে তাতে প্রতিদিন পাঁচবার গোসল করে। (মুসলিম)

٤٣٠- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَا مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يَمُوْتُ فَيَقُوْمُ عَلَى جَنَازَتِهِ أَرْبَعُوْنَ رَجُلاً لَايُشْرِكُوْنَ بِاللّٰهِ شَيْئًا إِلاَّ شَفَّعَهُمُ اللّٰهُ فِيْهِ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

৪৩০. হযরত আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ কোনো মুসলমান মারা গেলে, তার জানাযার নামাযে এরূপ চল্লিশ জন ব্যক্তি যদি হাযির হয়, যারা আল্লাহর সাথে কোনো কিছুকেই শরীক করেনি,তাহলে আল্লাহ মৃতের পক্ষে তাদের সুপারিশ গ্রহণ করেন। (মুসলিম)

٤٣١- وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِىْ قُبَّةٍ نَحْوًا مِنْ أَرْبَعِيْنَ فَقَالَ أَتَرْضَوْنَ أَنْ تَكُوْنَا رُبُعَ أَهْلِ الْجَنَّةِ؟ قُلْنَا نَعَمْ قَالَ : أَتَرْضَوْنَ أَنْ تَكُوْنُوْا ثُلُثَ أَهْلِ الْجَنَّةِ؟ قُلْنَا نَعَمْ قَالَ : وَالَّذِىْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ إِنِّىْ لَأَرْجُوْا أَنْ تَكُوْنُوْا نِصْفَ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَذٰلِكَ أَنَّ

www.BANGLAKITAB.com

الْجَنَّةَ لاَ يَدْخُلُهَا إِلاَّ نَفْسٌ مُسْلِمَةٌ وَمَا أَنْتُمْ فِى أَهْلِ الشِّرْكِ إِلاَّ كَالشَّعْرَةِ الْبَيْضَاءِ فِىْ جِلْدِ الثَّوْرِ الأَسْوَدِ أَوْ كَالشَّعْرَةِ السَّوْدَاءِ فِىْ جِلْدِ الثَّوْرِ الأَحْمَرِ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ـ

৪৩১. হযরত ইব্‌ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমরা প্রায় চল্লিশজন লোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে একটি তাঁবুতে উপস্থিত ছিলাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমরা জান্নাতীদের এক-চতুর্থাংশ হতে রাযী আছো ? আমরা বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন ঃ তোমরা জান্নাতীদের এক-তৃতীয়াংশ হতে রাযী আছো ? আমরা বললাম, হাঁ। তিনি বললেন ঃ মুহাম্মদের জীবন যাঁর হাতে, সেই সত্তার কসম করে বলছি, আমি আশা করি তোমরা জান্নাতবাসীদের অর্ধাংশ হবে; কেননা একমাত্র মুসলিম ব্যক্তিরাই জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর তোমরা হচ্ছো মুশরিকদের মাঝে কালো রংয়ের বলদের চামড়ার কয়েকটি সাদা চুলের ন্যায় অথবা লাল বলদের চামড়ার সামান্য কয়েকটি কালো চুলের ন্যায়। অর্থাৎ মুশিরকদের তুলনায় মুসলমানদের সংখ্যা খুবই কম। (বুখারী ও মুসলিম)

٤٣٢- وَعَنْ أَبِىْ مُوْسَى الأَشْعَرِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ دَفَعَ اللّٰهُ إِلَى كُلِّ مُسْلِمٍ يَهُوْدِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا فَيَقُوْلُ هٰذَا فِكَاكُكَ مِنَ النَّارِ ـ

وَفِىْ رِوَايَةٍ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ يَجِىءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ نَاسٌ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ بِذُنُوْبٍ أَمْثَالِ الْجِبَالِ يَغْفِرُهَا اللّٰهُ لَهُمْ ـ رَوَاهُ مُسْلِمٌ ـ

৪৩২. হযরত আবু মূসা আশ'আরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ কিয়ামতের দিন আল্লাহ প্রত্যেক মুসলমানকে একজন ইয়াহূদী অথবা একজন খ্রিস্টান দিয়ে বললেন ঃ দোযখ থেকে নাজাতের জন্য এই ব্যক্তি তোমার ফিদ্‌য়া বা বদলা। এই রাবী থেকে অপর একটি বর্ণনায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ কিয়ামাতের দিন অনেক মুসলমান পাহাড়ের ন্যায় গুনাহর স্তুপ নিয়ে হাযির হবে। অতঃপর আল্লাহ তাদের এসব গুনাহ ক্ষমা করে দেবেন। (মুসলিম)

٤٣٣- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ يُدْنَى الْمُؤْمِنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ رَبِّهِ حَتَّى يَضَعَ كَنَفَهُ عَلَيْهِ فَيُقَرِّرُهُ بِذُنُوْبِهِ ، فَيَقُوْلُ أَتَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا ؟ أَتَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا ؟ فَيَقُوْلُ : رَبِّ أَعْرِفُ قَالَ فَإِنِّىْ قَدْ سَتَرْتُهَا عَلَيْكَ فِى الدُّنْيَا وَأَنَا أَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمَ فَيُعْطَى صَحِيْفَةَ حَسَنَاتِهِ ـ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ـ

www.BANGLAKITAB.com

৪৩৩. হযরত উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ কিয়ামতের দিন মু'মিন ব্যক্তিকে তার প্রতিপালকের কাছে নিয়ে আসা হবে, এমনকি তাকে তাঁর রহমতের পর্দায় ঢেকে রাখবেন। অতঃপর তাকে তার সমস্ত গুনাহের কাথা স্বীকার করাবেন এবং বলবেন ঃ তুমি কি এই গুনাহ চিনতে পারছো? তুমি কি এই গুনাহ চিনতে পারছো? সে বলবে, হে আমার প্রতিপালক! আমি চিনতে পারছি। তিনি বলবেন ঃ ইহকালে আমি এটা তোমার উপর ঢেকে রেখেছিলাম,আর আজ এটা তোমরাকে মাফ করে দিচ্ছি। অতঃপর সৎকাজ সমূহের আমলনামা প্রদান করা হবে। (বুখারী ও মুসলিম)

٤٣٤- وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلاً أَصَابَ مِنِ امْرَأَةٍ قُبْلَةً فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَأَخْبَرَهُ فَأَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالَى : (وَأَقِمِ الصَّلٰوةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ" (هود : ١١٤) فَقَالَ الرَّجُلُ إِلَى هٰذَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ؟ قَالَ لِجَمِيْعِ أُمَّتِيْ كُلِّهِمْ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৪৩৪. হযরত ইব্‌ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। একদা এক ব্যক্তি একটি স্ত্রীলোককে চুমু খেয়ে বসলো। অতঃপর সে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে এ গুনাহের কথা ব্যক্ত করলো। এ সময় আল্লাহ তা'য়ালা এই আয়াত নাযিল করেন ঃ وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ طَرَفَيِ .... "আর দিনের দুই প্রান্তে ও রাতের কিছু অংশ নামায কায়েম করো। নিশ্চয়ই সংকাজসমূহ গুনাহের কাজসমূহকে মুছে ফেলে।" (সূরা হূদ ঃ ১১৪) একথা শুনে লোকটি বললো. ইয়া রাসূলাল্লাহ! এটা কি শুধু আমারই জন্যে? তিনি বললেন ঃ আমার সমস্ত উম্মাতের জন্যেই। (বুখারী ও মুসলিম)।

٤٣٥- وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ أَصَبْتُ حَدًّا فَأَقِمْهُ عَلَيَّ وَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَصَلَّى مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ قَالَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِنِّي أَصَبْتُ حَدًّا فَأَقِمْ فِيَّ كِتَابَ اللّٰهِ ، قَالَ : هَلْ حَضَرْتَ مَعَنَا الصَّلَاةَ ؟ قَالَ : نَعَمْ قَالَ : قَدْ غُفِرَ لَكَ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৪৩৫. হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা জনৈক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি তো শাস্তিযোগ্য অপরাধ করে ফেলেছি। সুতরাং আপনি আমার ওপর সেই শাস্তি বাস্তবায়ন করুন। অতঃপর নামাযের সময় উপস্থিত হলে সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে নামায পড়লো। নামাযে শেষ করে সে আবার বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি শাস্তিযোগ্য অপরাধ করে ফেলেছি। সুতরাং আপনি আমাকে আল্লাহর কিতাবের বিধান অনুযায়ী শাস্তি দিন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি আমাদের সাথে নামাযে উপস্থিত হয়েছিলে? সে বললো হাঁ। তিনি বললেন ঃ তোমার গুনাহ তো মাফ হয়ে গেছে। (বুখারী ও মুসলিম)

www.BANGLAKITAB.com

٤٣٦- وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِنَّ اللّٰهَ لَيَرْضَى عَنِ الْعَبْدِ أَنْ يَأْكُلَ الْأَكْلَةَ فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا أَوْ يَشْرَبَ الشَّرْبَةَ ، فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

৪৩৬. হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ সেই বান্দার ওপর সন্তুষ্ট থাকেন, যে এক গ্রাস খাদ্য গ্রহণ করেই তাঁর প্রশংসা করে এবং এক ঢোক পানি পান করেই তাঁর প্রশংসা করে। ('আলহামদু লিল্লাহ' বলে) (মুসলিম)

٤٣٧- وَعَنْ أَبِيْ مُوْسَى رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّ اللّٰهَ تَعَالَى يَبْسُطُ يَدَهُ بِاللَّيْلِ لِيَتُوْبَ مُسِيْءُ النَّهَارِ وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ لِيَتُوْبَ مُسِيْءُ اللَّيْلِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

৪৩৭. হযরত আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ মহান আল্লাহ দিনের গুনাহগারদের মাফ করার জন্য রাতের বেলায় তাঁর হাত (রহমত) প্রসারিত করেন এবং রাতের গুনাহগারদের মাফ করার জন্যে দিনের বেলায় তাঁর হাত প্রসারিত করেন। আর পশ্চিম আকাশে সূর্য উদয় হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তিনি এরূপ করবেন।(মুসলিম)

٤٣٨- وَعَنْ أَبِيْ نَجِيْحٍ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ السُّلَمِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: كُنْتُ وَأَنَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَظُنُّ أَنَّ النَّاسَ عَلَى ضَلَالَةٍ وَأَنَّهُمْ لَيْسُوْا عَلَى شَيْءٍ وَهُمْ يَعْبُدُوْنَ الْأَوْثَانَ فَسَمِعْتُ بِرَجُلٍ بِمَكَّةَ يُخْبِرُ أَخْبَارًا فَقَعَدْتُ عَلَى رَاحِلَتِيْ فَقَدِمْتُ عَلَيْهِ ، فَإِذَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مُسْتَخْفِيًا جُرَاءَ عَلَيْهِ قَوْمُهُ فَتَلَطَّفْتُ حَتَّى دَخَلْتُ عَلَيْهِ بِمَكَّةَ فَقُلْتُ لَهُ : مَا أَنْتَ ؟ قَالَ أَنَا نَبِيٌّ قُلْتُ وَمَا نَبِيٌّ ؟ قَالَ أَرْسَلَنِيَ اللّٰهُ ، قُلْتُ وَبِأَيِّ شَيْءٍ أَرْسَلَكَ؟ قَالَ أَرْسَلَنِيْ بِصِلَةِ الْأَرْحَامِ وَكَسْرِ الْأَوْثَانِ وَأَنْ يُوَحَّدَ اللّٰهُ لَا يُشْرَكُ بِهِ شَيْءٌ قُلْتُ فَمَنْ مَعَكَ عَلَى هَذَا ؟ قَالَ : حُرٌّ وَعَبْدٌ ، وَمَعَهُ يَوْمَئِذٍ أَبُوْ بَكْرٍ وَبِلَالٌ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا ، قُلْتُ إِنِّي مُتَّبِعُكَ قَالَ : إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ ذَلِكَ يَوْمَكَ هَذَا أَلَا تَرَى حَالِيْ وَحَالَ النَّاسِ؟ وَلَكِنِ ارْجِعْ إِلَى أَهْلِكَ فَإِذَا سَمِعْتَ لِيْ قَدْ ظَهَرْتُ فَأْتِنِيْ : قَالَ فَذَهَبْتُ إِلَى أَهْلِيْ وَقَدِمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْمَدِيْنَةَ وَكُنْتُ فِيْ أَهْلِيْ فَجَعَلْتُ أَتَخَبَّرُ الْأَخْبَارَ، وَأَسْأَلُ النَّاسَ حِيْنَ قَدِمَ الْمَدِيْنَةَ حَتَّى قَدِمَ

www.BANGLAKITAB.com

نَفَرُ مِنْ أَهْلِ الْمَدِيْنَةَ، فَقُلْتُ : مَا فَعَلَ هٰذَا الرَّجُلُ الَّذِيْ قَدِمَ الْمَدِيْنَةَ؟ فَقَالُوْا : النَّاسَ إِلَيْهِ سِرَاعٌ وَقَدْ أَرَادَ قَوْمُهُ قَتْلَهُ فَلَمْ يَسْتَطِيْعُوْا ذٰلِكَ، فَقَدِمْتُ الْمَدِيْنَةَ ، فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ فَقُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ أَتَعْرِفُنِيْ؟ قَالَ : نَعَمْ أَنْتِ الَّذِيْ لَقِيْتَنِيْ بِمَكَّةَ قَالَ : فَقُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ أَخْبِرْنِيْ عَمَّا عَلَّمَكَ اللّٰهُ وَأَجْهَلُهُ ، أَخْبِرْنِيْ عَنِ الصَّلَاةِ؟ قَالَ : صَلِّ صَلَاةَ الصُّبْحِ، ثُمَّ اقْصُرْ عَنِ الصَّلَاةِ حَتّٰى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ قِيْدَ رُمْحٍ؟ فَإِنَّهَا تَطْلُعُ حِيْنَ تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَنٍ ، وَحِيْنَئِذٍ يَسْجُدُ لَهَا الْكُفَّارُ، ثُمَّ اقْصُرْ عَنِ الصَّلَاةِ ، فَإِنَّهُ حِيْنَئِذٍ تَسْجُرُ جَهَنَّمُ ، فَإِذَا أَقْبَلَ الْفَيْءُ فَصَلِّ؛ فَإِنَّ الصَّلَاةَ مَشْهُوْدَةٌ مَحْضُوْرَةٌ حَتّٰى تُصَلِّيَ الْعَصْرَ، ثُمَّ اقْصُرْ عَنِ الصَّلَاةِ حَتّٰى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، فَإِنَّهَا تَغْرُبُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ ، وَحِيْنَئِذٍ يَسْجُدُ لَهَا الْكُفَّارُ قَالَ : فَقُلْتُ : يَا نَبِيَّ اللّٰهِ ، فَالْوُضُوْءُ ، حَدِّثْنِيْ عَنْهُ؟ فَقَالَ : مَا مِنْكُمْ رَجُلٌ يُقَرِّبُ وَضُوْءَهُ ، فَيَتَمَضْمَضُ وَيَسْتَنْشِقُ فَيَنْتَثِرُ ، إِلَّا خَرَّتْ خَطَايَا وَجْهِهِ وَفِيْهِ أَطْرَافِ لِحْيَتِهِ مَعَ الْمَاءِ ، ثُمَّ يَغْسِلُ يَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ إِلَّا خَرَّتْ خَطَايَا يَدَيْهِ مِنْ أَنَامِلِهِ مَعَ الْمَاءِ ، ثُمَّ يَمْسَحُ رَأْسَهُ إِلَّا خَرَّتْ خَطَايَا رَأْسِهِ مِنْ اَطْرَافِ شَعْرِهِ مَعَ الْمَاءِ ثُمَّ يَغْسِلُ قَدَمَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ إِلَّا خَرَّتْ خَطَايَا رِجْلَيْهِ مِنْ أَنَامِلِهِ مَعَ الْمَاءِ ، فَإِنْ هُوَ قَامَ فَصَلّٰى ، فَحَمِدَ اللّٰهَ تَعَالَى ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَمَجَّدَهُ بِالَّذِيْ هُوَ لَهُ أَهْلُ ، وَفَرَّغَ قَلْبَهُ لِلّٰهِ تَعَالٰى ، إِلَّا انْصَرَفَ مِنْ خَطِيْئَتِهِ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ ـ

فَحَدَّثَ عَمْرُو بْنُ عَبَسَةَ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ أَبَا أُمَامَةَ صَاحِبَ رَسُوْلِ اللّٰهِ فَقَالَ لَهُ أَبُوْ أُمَامَةَ يَا عَمْرُو بْنَ عَبَسَةَ ، اُنْظُرْ مَا تَقُوْلُ ! فِيْ مَقَامٍ وَاحِدٍ يُعْطٰى هٰذَا الرَّجُلُ؟ فَقَالَ عَمْرُو : يَا اَبَا اُمَامَةَ لَقَدْ كَبُرَتْ سِنِّيْ وَرَقَّ عَظْمِيْ وَاقْتَرَبَ أَجَلِيْ وَمَا لِيْ حَاجَةٌ أَنْ أَكْذِبَ عَلَى اللّٰهِ تَعَالَى وَلَا عَلَى

www.BANGLAKITAB.com

رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لَوْ لَمْ اَسْمَعْهُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ إِلاَّ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ اَوْ ثَلاَثًا، حَتّٰى عَدَّ سَبْعَ مَرَّاتٍ ، مَا حَدَّثْتُ أَبَدًا بِهِ وَلٰكِنِّىْ سَمِعْتُهُ اَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৪৩৮. হযরত আবু নাজীহ আম্‌র ইব্‌ন আবাসা সাল্লামী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জাহেলি যুগে আমি মনে করতাম, মানব জাতি একটি ভ্রান্তির মধ্যে নিমজ্জিত, তারা কোনো সত্যের ধারক নয়। কেননা, তারা মূর্তিপূজা করে। একদা শুনতে পেলাম, মক্কাতে এক ব্যক্তি নতুন নতুন কথা বলছে। অমনি আমার বাহন উটনীর পিঠে আরোহণ করে তাঁর কাছে গেলাম। আমি গিয়ে দেখি তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। তিনি জনতার আড়ালে আড়ালে থাকেন। কেননা তাঁর এলাকাবাসীরা তাঁর ওপর বাড়াবাড়ি করছে। সুতরাং আমি সতর্কতার মক্কায় তাঁর কাছে পৌছুলাম এবং জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কি? তিনি বললেন ঃ আমি তো নবী। আমি বললাম, নবী কি? তিনি বললেন, আল্লাহ আমাকে পাঠিয়েছেন। আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম, আপনাকে কি কি (বিধান) দিয়ে পাঠিয়েছেন? তিনি বললেন ঃ তিনি আমাকে আত্মীয়তার সম্পর্ক গড়ে তুলতে, মূর্তি ভেংগে ফেলতে, তাঁকে এক ও অদ্বিতীয় বলে প্রচার করতে এবং তাঁর সাথে কোনো কিছুকে শরীক করতে না দিতে পাঠিয়েছেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, আপনার সাথে এরা (অনুসারী) কারা? তিনি বললেন ঃ আযাদ ও ক্রীতদাস। আর সেদিন তাঁর সাথে হযরত আবু বকর ও বিলাল (রা) উপস্থিত ছিলেন। আমি বললাম, আমিও আপনার অনুসারী। তিনি বললেন ঃ এ সময়ে তুমি এরূপ করতে সক্ষম হবে না। তুমি আমার ও লোকদের অবস্থা দেখতে পাচ্ছো না? বরং এখন তুমি তোমার বাড়ী ফিরে যাও। তবে যেদিন শুনতে পাবে যে, আমি বিজয়ী হয়েছি, সেদিন আমার কাছে এসো। তিনি বলেন, অতঃপর আমি বাড়ী ফিরে এলাম। তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মদীনায় চলে এলেন, আমি তখন আমার বাড়ীতেই ছিলাম। তাঁর মদীনা আসার পর থেকে যাবতীয় ঘটনা ও তাঁর পরিস্থিতি সম্পর্কে লোকদের কাছে জিজ্ঞেস করতাম। অবশেষে একদা আমার এলাকাবাসীদের একটি দল মদীনা গিয়ে ফিরে আসার পর তাদের জিজ্ঞেস করলাম, যে লোকটি মদীনায় এসেছেন, তিনি কি করেন? তারা বললো, মানুষ খুব দ্রুত তাঁর কাছে ভিড় জমাচ্ছে আর তাঁর স্বজাতিরা তাঁকে হত্যা করার ইচ্ছা করেছিল, কিন্তু সক্ষম হয়নি। আমি মদীনায় উপস্থিত হয়ে তাঁর কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি আমাকে চেনেন? তিনি বললেন ঃ হাঁ, তুমি তো আমার সাথে মক্কায় সাক্ষাত করেছিলেন। তিনি (রাবী) বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহ আপনাকে যে বিষয়ের জ্ঞান দান করেছেন, আমি তা জানি না, এ সম্পর্কে আমাকে অবহিত করুন। আমাকে নামায সম্পর্কে কিছু বলুন। তিনি বললেন ঃ তুমি ফজরের নামায পড়ার পর এক বর্শা পরিমাণ উঁচুতে সূর্য উঠা পর্যন্ত নামায থেকে বিরত থাক; কেননা এটা শয়তানের দু'টি শিং এর মাঝখানে দিয়ে উদয় হয়। আর এ সময়েই কাফিররা একে (শয়তানকে) সিজ্‌দা করে। তুমি আবার নামায পড়ো, কেননা এ

www.BANGLAKITAB.com

নামাযে ফিরিশ্‌তা উপস্থিত হয়ে নামাযীদের সাক্ষী হয়ে থাকে। আর এটা বর্শার ছায়া বর্শার সমান হয়ে যাওয়া (ঠিক দুপুরের পূর্ব) পর্যন্ত পড়তে পারো। অতঃপর নামায থেকে বিরত হও। কেননা, এ সময়ে জাহান্নামের আগুন প্রজ্জ্বলিত করা হয়। অতঃপর ছায়া যখন কিছুটা হেলে যায়, তখন নামায পড়ো। কেননা এ নামাযে ফিরিশ্‌তা হাযির হয়ে নামাযীদের জন্য সাক্ষী হয়ে থাকে। অতঃপর তুমি আসরের নামায পড়ে সূর্য অস্ত যাওয়া পর্যন্ত বিরত থাকো। কেননা তা শয়তানের দু'টি শিং এর মাঝখান দিয়ে অস্ত যায়; আর এ সময় কাফিররা একে সিজ্‌দা করে। রাবী বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর নবী! অযূ সম্পর্কে কিছু বলুন। তিনি বললেন ঃ তোমাদের কেউ অযূর পানি নিয়ে কুলি করলে এবং নাকে পানি দিয়ে তা পরিস্কার করলে তার মুখ ও নাকের গুনাহসমূহ ঝড়ে পড়ে যায়। অতঃপর সে যখন আল্লাহর হুকুম মোতাবেক তার মুখমণ্ডল ধৌত করে, তখন তখন তার দাড়ির পাশ থেকেও গুনাহসমূহ ঝরে যায়। অতঃপর সে যখন কনুই পর্যন্ত দু'হাত ধৌত করে, তখন পানির সাথে তার দু'হাতের আংগুলসমূহ থেকেও গুনাহ ঝরে পড়ে। অতঃপর মাথো মাস্‌হ করে, তখন তার চুলের অগ্রভাগ থেকেও গুনাহ ঝরে পড়ে। অতঃপর সে যখন তার পায়ের গোড়ালী পর্যন্ত ধৌত করে, তখন তার দু'পায়ের আংগুলসমূহ থেকেও পানির সাথে গুনাহ ঝরে পড়ে। অতঃপর যে যদি নামাযে দাঁড়িয়ে মহান আল্লাহর হাম্‌দ ও সানা পাঠ করে এবং তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করে, অর্থাৎ যথারীতি নামায আদায় করে, আর তিনি যে মর্যাদায় অধিষ্ঠিত, সে মর্যাদা তাঁকে দান করে এবং একমাত্র আল্লাহর জন্য তার অন্তর খালি করে দেয়, তাহলে সে তার মায়ের পেট থেকে ভূমিষ্ট হওয়ার দিন যেরূপ পবিত্র ও নিস্পাপ ছিল ঠিক সেরূপ নিস্পাপ হয়ে ফিরবে।

অতঃপর এ হাদীসটি আমর ইব্‌ন আবাসা (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালামের জনৈক সাহাবী আবু উমামার কাছে বর্ণনা করলেন। তা শুনে হযরত উমামা (রা) থাকে বললেন, হে আমর ইব্‌ন আবাসা! তুমি একটি চিন্তা কর কথাগুলো বলো। তুমি বলছো যে, একজন লোককে একই সময়ে এতো সব দেয়া হবে। আম্‌র বললেন, হে আবু উমামা! আমি বৃদ্ধ হয়ে গেছি এবং আমার হাড় পর্যন্ত শুকিয়ে গেছে, আর আমার মৃত্যু ঘনিয়ে এসেছে। মহান আল্লাহর উপর এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপরে মিথ্যা বলার আমার কোন প্রয়োজন নেই। আমি যদি এ হাদীসটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছ থেকে একবার, দু'বার, তিনবার এমনকি সাতবার না শুনতাম, তাহলে আমি তা কখনো বর্ণনা করতাম না। কিন্তু আমি এটি তাঁর কাছ থেকে এর চাইতেও বেশীবার শুনেছি। (মুসলিম)

٤٣٩- وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : إِذَا أَرَادَ اللّٰهُ تَعَالَى رَحْمَةَ أُمَّةٍ قَبَضَ نَبِيَّهَا قَبْلَهَا فَجَعَلَهُ لَهَا فَرَطًا وَسَلَفًا بَيْنَ يَدَيْهَا وَإِذَا أَرَادَ هَلَكَةَ أُمَّةٍ عَذَّبَهَا وَنَبِيُّهَا حَيٌّ فَأَهْلَكَهَا وَهُوَ حَيٌّ يَنْظُرُ فَأَقَرَّ عَيْنَهُ بِهَلَاكِهَا حِيْنَ كَذَّبُوْهُ وَعَصَوْا أَمْرَهُ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

www.BANGLAKITAB.com

৪৩৯. হযরত আবু মূসা আশ'আরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ আল্লাহ তায়ালা যখন কোনো জাতির উপর রহমত করার ইচ্ছা করেন, তখন সে জাতির পূর্বেই তাদের নবীকে উঠিয়ে নিয়ে যান এবং তাঁকে তাদের জন্য অগ্রিম প্রতিনিধি ও পরকালের সঞ্চয় বানিয়ে দেন। আর যখন কোনো সম্প্রদায়কে ধ্বংস করতে চান, তখন তাদের নবীর জীবদশাই তাদের শাস্তি প্রদান করেন এবং তাঁর জীবনকালই তাদের ধ্বংস করেন। আর তিনি তা দেখতে থাকেন এবং তাদের ধ্বংস দেখে তিনি নিজের চোখ জুড়ান। কেননা তারা তাঁকে মিথ্যা মনে করেছিল এবং তাঁর নির্দেশ অমান্য করেছিল। (মুসলিম)

بَابُ فَضْلِ الرَّجَاءِ

অনুচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহর কাছে আশা ও সুধারণার ফযীলত।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

وَأُفَوِّضُ أَمْرِيْ إِلَى اللّٰهِ إِنَّ اللّٰهَ بَصِيْرٌ بِالْعِبَادِ فَوَقَاهُ اللّٰهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوْا (المؤمن: ٤٤، ٤٥)

"আমি আমার বিষয় আল্লাহর কাছে সমর্পণ করছি। আল্লাহ বান্দাদের প্রতি দৃষ্টি রাখেন। অতঃপর আল্লাহর তাঁকে তাদের অনিষ্টকর ষড়যন্ত্র থেকে রক্ষা করলেন। (সূরা মু'মিন ঃ ৪৪-৪৫)

٤٤٠- وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عن رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِيْ بِيْ وَأَنَا مَعَهُ حَيْثُ يَذْكُرُنِيْ وَاللّٰهِ لِلّٰهِ أَفْرَحُ بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ مِنْ أَحَدِكُمْ يَجِدُ ضَالَّتَهُ بِالْفَلَاةِ ، وَمَنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ شِبْرًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا وَمَنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا وَإِذَا أَقْبَلَ إِلَيَّ يَمْشِي أَقْبَلْتُ إِلَيْهِ أَهْرَوْلُ ـ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ـ

৪৪০. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন যে, মহামহীম আল্লাহ বলেন ঃ "আমি আমার বান্দার ধারণা অনুযায়ী আছি। (সে আমার সম্পর্কে যেরূপ ধারণা রাখে, আমিও তার সাথে সেরূপ ব্যবহার করি)। আর সে যেখানেই আমাকে স্মরণ করে, আমি সেখানেই তার সাথে আছি। আল্লাহর কসম! তোমাদের কেউ বিশাল প্রান্তরে তার হারানো বস্তু পেয়ে যেরূপ আনন্দিত হয়, আল্লাহ তাঁর বান্দার তাওবাতে এর চাইতেও অনেক বেশী আনন্দিত হন। মহান আল্লাহ আরো বলেন, যে ব্যক্তি আমার কাছে আসতে এক বিঘত অগ্রসর হয়, আমি তার দিকে এক হাত এগিয়ে যাই; আর যে ব্যক্তি আমার দিকে এক হাত অগ্রসর হয়, আমি তার দিকে এক গজ অর্থাৎ দু'হাত অগ্রসর হই। আর যে যখন আমার দিকে হেঁটে হেঁটে এগিয়ে আসে আমি তার দিকে দৌড়ে দৌড়ে এগিয়ে যাই। (বুখারী ও মুসলিম)

www.BANGLAKITAB.com

٤٤١- وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ قَبْلَ مَوْتِهِ بِثَلَاثَةِ أَيَّامٍ يَقُوْلُ لَا يَمُوْتَنَّ أَحَدُكُمْ إِلَّا وَهُوَ يُحْسِنُ الظَّنَّ عَزَّ وَ جَلَّ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

৪৪১. হযরত জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তাঁর ইন্তিকালের তিন দিন পূর্বে বলতে শুনেছেন ঃ "তোমাদের কেউ যেন মহামহীম আল্লাহর প্রতি সুধারণা না রেখে মারা না যায়।" (মুসলিম)

٤٤٢- وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى يَا ابْنَ آدَمَ إِنَّكَ مَا دَعَوْتَنِيْ وَرَجَوْتَنِيْ غَفَرْتُ لَكَ عَلٰى مَا كَانَ مِنْكَ وَ أُبَالِيْ يَا ابْنَ آدَمَ لَوْ بَلَغَتْ ذُنُوْبُكَ عَنَانَ السَّمَاءِ لَمْ اسْتَغْفَرْتَنِيْ غَفَرْتُ لَكَ يَا ابْنَ آدَمَ إِنَّكَ لَوْ أَتَيْتَنِيْ بِقُرَابِ الْأَرْضِ خَطَايَا ثُمَّ لَقِيْتَنِيْ لَا تُشْرِكُ بِيْ شَيْئًا لَا تَيْتُكَ بِقَرَابِهَا مَغْفِرَةً - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

৪৪২. হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি যে, মহান আল্লাহ বলেন ঃ হে আদম সন্তান! তুমি যতদিন পর্যন্ত আমার কাছে দু'আ করতে থাকবে এবং ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকবে, আমি ততদিন তোমার গুনাহ মাফ করতে থাকবো, তা তুমি যাই কিছুই করে থাকো না কেন। হে আদম সন্তান! এ ব্যাপারে আমার কোনো ভ্রুক্ষেপ নেই। কেননা তোমার গুনাহ যদি আকাশচুম্বি অর্থাৎ আকাশেও পৌছে যায়, অতঃপর তুমি আমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো থাকলেও আমি তোমাকে ক্ষমা করে দেবো। হে বনী আদম! তুমি আমার সাথে কোনো কিছুকে শরীক না করে সারা পৃথিবী পরিমাণ গুনাহ নিয়েও যদি আমার সাথে সাক্ষাত করো, তাহলে আমি ও এ পরিমাণ ক্ষমা নিয়ে তোমার কাছে আসবো। (তিরমিযী)

بَابُ الْجَمْعِ بَيْنَ الْخَوْفِ وَالرَّجَاءِ

অনুচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহর প্রতি ভয়ভীতি ও আশা-ভরসা একত্রিত হওয়া।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللّٰهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخٰسِرُوْنَ (الأعراف : ٩٩)

"দুর্দশাগ্রস্থ জাতি ছাড়া আর কেউ আল্লাহর পাকড়াও থেকে নশ্চিন্ত হয় না।' (সূরা আরাফ ঃ ৯৯)

إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللّٰهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكٰفِرُوْنَ (يوسف : ٨٧)

"কাফিররা ছাড়া অন্য কেউ আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয় না।" (সূরা ইউসুফ ঃ ৮৭)

www.BANGLAKITAB.com

يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوْهٌ وَّتَسْوَدُّ وُجُوْهٌ (اٰل عمران : ١٠٦)

"সে দিন কতিপয় চেহারা হবে সাদা আর কতিপয় চেহারা হবে কালো।" (সূরা আলে ইমরান ঃ ১০৬)

إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيْعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ (الأعراف : ١٦٧)

"নিশ্চয়ই আপনার রব খুব দ্রুত শাস্তি প্রদান করে থাকেন। আর তিনি অতি ক্ষমাশীল ও পরম করুণাময়।" (সূরা আ'রাফ ঃ ১৬৭)

إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِيْ نَعِيْمٍ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِيْ جَحِيْمٍ (الإنفطار : ١٣، ١٤)

"সৎকর্মশীল লোকেরা সুখে থাকবে; আর বদ্‌কার লোকেরা দোযখে থাকবে।' (সূরা ইন্‌ফিতার ঃ ১৩-১৪)

فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِيْنُهُ فَهُوَ فِيْ عِيْشَةٍ رَّاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِيْنُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ (القارعة : ٦، ٩)

"অতঃপর যার (আমল বা ঈমানের) পাল্লা ভারী হবে, সে তো আশানুরূপ সুখে অবস্থান করবে ; আর যার পাল্লা ওযনে হাল্‌কা হবে, হাবিয়া (দোযখ) হবে তার বাসস্থান।" (সূরা কারি'আ ঃ ৬-৯)

٤٤٣- وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَوْ يَعْلَمُ الْمُؤْمِنُ مَا عِنْدَ اللّٰهِ مِنَ الْعُقُوْبَةِ مَا طَمِعَ بِجَنَّتِهِ أَحَدٌ، وَلَوْ يَعْلَمُ الْكَافِرُ مَا عِنْدَ اللّٰهِ مِنَ الرَّحْمَةِ مَا قَنِطَ مِنْ جَنَّتِهِ أَحَدٌ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

৪৪৩. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ ঈমানদাররা মহান যদি আল্লাহর আযাব সম্পর্কে পুরোপুরি অবহিত থাকতো, তবে কেউ তাঁর জান্নাতের লোভ করতো না। আর কাফিররা যদি মহান আল্লাহর রহমত সম্পর্কে পুরোপুরি জানতো, তাহলে কেউ তাঁর জান্নাত থেকে নিরাশ হতো না। (মুসলিম)

٤٤٤- وَعَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : إِذَا وُضِعَتِ الْجَنَازَةُ وَاحْتَمَلَهَا النَّاسُ أَوِ الرِّجَالُ عَلَى أَعْنَاقِهِمْ فَإِنْ كَانَتْ صَالِحَةً قَالَتْ : قَدِّمُوْنِيْ قَدِّمُوْنِيْ وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ صَالِحَةٍ قَالَتْ يَا وَيْلَهَا ! أَيْنَ تَذْهَبُوْنَ بِهَا ؟ يَسْمَعُ صَوْتَهَا كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا الْإِنْسَانَ وَلَوْ سَمِعَهُ صَعِقَ - رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ -

www.BANGLAKITAB.com

৪৪৪. হযরত আবু সাঈদ খুদ্‌রী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ জানাযার লাশ যখন রাখা হয় এবং লোকজন তাকে তাদের কাঁধে উঠিয়ে বহন করতে শুরু করে, আর এ লাশটি যদি হয় সৎকর্মশীল ব্যক্তির তাহলে যে বলতে থাকে, আমাকে নিয়ে এগিয়ে চলো, আমাকে নিয়ে এগিয়ে চলো। আর যদি এটি হয়ে থাকে কোনো অসৎ ব্যক্তি লাশ তাহলে সে বলে হায়! দুর্ভাগাকে নিয়ে কোথায় চলেছো? মানব জাতি ছাড়া আর সবাই তার আওয়াজ শুনতে পায়। মানুষ যদি তা শুনতো তাহলে বেহুশ হয়ে যেতো। (বুখারী)

٤٤٥- وَعَنْ ابنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْجَنَّةُ أَقْرَبُ إِلَى أَحَدِكُمْ مِنْ شِرَاكِ نَعْلِهِ وَالنَّارُ مِثْلُ ذٰلِكَ - رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ -

৪৪৫. হযরত ইব্‌ন মাস্‌উদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "জান্নাত তোমাদের প্রত্যেকের কাছে তার জুতার ফিতার চাইতে নিকটবর্তী এবং দোযখও অনুরূপ নিকটে অবস্থান করছে।" (বুখারী)

بَابُ فَضْلِ الْبُكَاءِ مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ تَعَالَى وَشَوْقًا إِلَيْهِ

অনুচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহর ভয়ে ক্রন্দন করা ও তাঁকে ভালোবাসা।

আল্লাহ তায়ালার বাণী ঃ

وَيَخِرُّوْنَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُوْنَ وَيَزِيْدُهُمْ خُشُوْعًا (الاسراء : ١٠٩)

"আর যারা কাঁদতে কাঁদতে মুখ থুবড়ে পড়ে যায়, আর (কুরআন) তাদের ভীতি ও নম্রভাবকে আরো বৃদ্ধি করে দেয়।" (সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ১০৯)

أَفَمِنْ هٰذَا الْحَدِيْثِ تَعْجَبُوْنَ وَتَضْحَكُوْنَ وَلَا تَبْكُوْنَ (النجم: ٥٩ . ٦٠)

"তবে কি তোমরা এই কথায় বিস্মিত হচ্ছো আর হাসছো কিন্তু কাঁদছো না" (সূরা নাজ্‌ম ঃ ৫৯-৬০)

٤٤٦- وَعَنْ ابنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ لِيْ النَّبِيُّ ﷺ اقْرَأْ عَلَيَّ الْقُرْآنَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ أَقْرَأُ عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ أُنْزِلَ؟ ! قَالَ : إِنِّيْ أُحِبُّ أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْ غَيْرِيْ فَقَرَأْتُ عَلَيْهِ سُوْرَةَ النِّسَاءِ حَتّٰى جِئْتُ إِلَى هٰذِهِ الْآيَةِ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيْدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلٰى هٰؤُلَاءِ شَهِيْدًا (النساء : ٤١) قَالَ : حَسْبُكَ الْآنَ فَالْتَفَتُّ إِلَيْهِ فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৪৪৬. হযরত ইব্‌ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে বললেন ঃ আমার সামনে কুরআন তিলাওয়াত করো। আমি

www.BANGLAKITAB.com

বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আপনার সামনে পড়বো, অথচ আপনার কাছেই তা নাযিল হয়েছে? তিনি বললেন ঃ আমি অপরের তিলাওয়াত শুনতে ভালোবাসি। সুতরাং আমি তার সামনে সূরা নিসা পড়ে শুনালাম। পড়ার সময় আমি যখন এই আয়াতে এসেছি ঃ فكيف اذا جئنا من كل امة ..... "তখন কি অবস্থা হবে যখন আমি প্রত্যেক উম্মাত থেকে একজন করে সাক্ষী উপস্থাপিত করবো এবং আপনাকে তাদের ওপর সাক্ষীরূপে উপস্থিত করবো?" (সূরা নিসা ঃ ৪১) তিনি বললেন ঃ বেশ যথেষ্ট হয়েছে, থামো। এ সময় আমি তাঁর দিকে তাকিয়ে দেখলাম তাঁর মুবারক দু'চোখ দিয়ে অশ্রু প্রবাহিত হচ্ছে। (বুখারী ও মুসলিম)

٤٤٧- وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ خَطَبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خُطْبَةً مَا سَمِعْتُ مِثْلَهَا قَطُّ فَقَالَ: لَوْ تَعْلَمُوْنَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيْلاً وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيْرًا قَالَ فَغَطَّى أَصْحَابُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وُجُوْهَهُمْ وَلَهُمْ خَنِيْنٌ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৪৪৭. হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এমন এক (নসীহতপূর্ণ) ভাষণ দিলেন, যে ধরনের ভাষণ আমি আর কখনো শুনিনি। তিনি বলেন ঃ আমি যা জানি, তোমরা যদি তা জানতে পারতে, তাহলে হাসতে খুবই কম ; কিন্তু কাঁদতে খুবই বেশী। তিনি (রাবী) বলেন, এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাহাবাগণ কাপড়ে মুখ ঢাকলেন এবং ডুকরে কাঁদতে লাগলেন। (বুখারী ও মুসলিম)

٤٤٨- وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ يَلِجُ النَّارَ رَجُلٌ بَكَى مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ حَتَّى يَعُوْدَ اللَّبَنُ فِى الضَّرْعِ وَلاَ يَجْتَمِعُ غُبَارٌ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَدُخَانُ جَهَنَّمَ - رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ -

৪৪৮. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর ভয়ে ক্রন্দন করেছে সে দোযখে প্রবেশ করবে না যে পর্যন্ত দুধ স্তনে ফিরে না আসে। আর আল্লাহর পথে জিহাদের ধুলোবালি এবং দোযখের ধোঁয়া কখনো একত্রিত হবে না। (বুখারী ও মুসলিম)

٤٤٩- وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللّٰهُ فِى ظِلِّهِ يَوْمَ لاَ ظِلَّ إِلاَّ ظِلُّهُ : إِمَامٌ عَادِلٌ وَشَابٌّ نَشَأَ فِيْ عِبَادَةِ اللّٰهِ تَعَالَى وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ وَرَجُلاَنِ تَحَابَّا فِي اللّٰهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّى أَخَافُ اللّٰهَ رَجُلٌ تَصَدَّقَ

www.BANGLAKITAB.com

بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِيْنُهُ رَجُلٌ ذَكَرَ اللّٰهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৪৪৯. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনিব বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ ৭ শ্রেণীর লোকদের মহান আল্লাহ সেদিন তাঁর সুশীতল ছায়াতলে স্থান দিবেন, যেদিন তাঁর ছাড়া অন্য কোনো ছায়াই থাকবে না। তাঁরা হলেন ঃ ১. ন্যায়বিচাররক শাসক বা নেতা, ২. মহান আল্লাহর ইবাদতে মশগুল যুবক, ৩. মসজিদের সাথে সম্পর্ক যুক্ত হৃদয়ের অধিকারী ব্যক্তি, ৪. যে দু'জন লোক একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে পরস্পর বন্ধুত্ব করে এবং এ জন্যেই আবার বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, ৫. এরূপ ব্যক্তি যাকে কোনো অভিজাত পরিবারের সুন্দরী নারী খারাপ কাজে আহ্বান করেছে, কিন্তু সে বলে দিল, আমি আল্লাহকে ভয় করি, ৬. যে ব্যক্তি এতো গোপনভাবে দান-খয়রাত করে যে, তার ডান হাত কি দান করলো, বাঁ হাতেও তা জানতে পারলো না এবং ৭. এরূপ ব্যক্তি যে নির্জনে আল্লাহর যিকির করে এবং দু'চোখের পানি ফেলে (কাঁদে)। (বুখারী ও মুসলিম)

٤٥٠- وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الشِّخِّيْرِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ أَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ يُصَلِّيْ وَلِجَوْفِهِ أَزِيْزٌ كَأَزِيْرِ الْمِرْجَلِ مِنَ الْبُكَاءِ حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ ، وَالتِّرْمِذِيُّ فِي الشَّمَائِلِ بِإِسْنَادٍ صَحِيْحٍ -

৪৫০. হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন শিখ্খীর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসি দেখি তিনি নামায পড়ছেন এবং আল্লাহর ভয়ে কাঁদার দরুন তাঁর পেট থেকে হাঁড়ির মতো আওয়াজ বেরুচ্ছে। হাদীসটি সহীহ। আবু দাউদ এটি বর্ণনা করেছেন। আর তিরমিযী সহীহ সনদসহ শামাইলে বর্ণনা করেছেন।

٤٥١- وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ إِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ أَمَرَنِيْ أَنْ أَقْرَأَ عَلَيْكَ : لَمْ يَكُنِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا قَالَ : وَسَمَّانِيْ؟ قَالَ : نَعَمْ فَبَكَى أُبَيٌّ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৪৫১. হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উবাই ইব্ন কা'ব (রা)-কে বললেন ঃ মহামহীম আল্লাহ আমাকে তোমার সামনে সূরা (বাইয়্যিনাহ) পড়তে আদেশ করেছেন। তিনি (উবাই) জিজ্ঞেস করলেন, তিনি কি আমার নাম উল্লেখ বলেছেন? তিনি (নবী) বললেন ঃ হ্যা। অতঃপর হযরত উবাই (রা) কেঁদে উঠলেন। (বুখারী ও মুসলিম)

٤٥٢- وَعَنْهُ قَالَ قَالَ أَبُوْبَكْرٍ لِعُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا بَعْدَ وَفَاةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ انْطَلِقْ بِنَا إِلَى أُمِّ أَيْمَنَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا ، نَزُوْرُهَا كَمَا كَانَ

www.BANGLAKITAB.com

رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَزُوْرُهَا فَلَمَّا انْتَهَيْنَا إِلَيْهَا بَكَتْ فَقَالاَ لَهَا : مَا يُبْكِيْكِ؟ أَمَا تَعْلَمِيْنَ أَنَّ مَا عِنْدَ اللّٰهِ تَعَالَى خَيْرٌ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ! قَالَتْ : أَنِّيْ لاَ أَبْكِيْ أَنِّيْ لاَ أَعْلَمُ أَنَّ مَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَلٰكِنِّيْ أَبْكِيْ أَنَّ الْوَحْيَ قَدِ انْقَطَعَ مِنَ السَّمَاءِ فَهَيَّجَتْهُمَا عَلَى الْبُكَاءِ ، فَجَعَلاَ يَبْكِيَانِ مَعَهَا ـ رَوَاهُ مُسْلِمٌ ـ

৪৫২. হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তিকালের পর একদা হযরত আবু বকর (রা) হযরত উমর (রা)-কে বললেন, চলো, আমরা উম্মে আয়মানকে দেখে আসি, যেমন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে দেখতে যেতেন। অতঃপর তাঁরা যখন তাঁর কাছে পৌছলেন, তিনি কেঁদে ফেললেন। তাঁরা তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কাঁদছেন কেন? আপনি কি জানেন না যে, মহান আল্লাহর কাছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অত্যন্ত মংগলময় পরিবেশে ও কুশলেই আছেন? তিনি বললেন, আমি কাঁদছি এ জন্যে যে, আসমান থেকে অহী আসা যে বন্ধ হয়ে গেলো! এ কথায় তাদের উভয়ের অন্তর প্রভাবান্বিত হলো এবং তাঁর সাথে তাঁরাও কাঁদতে শুরু করে দিলেন। (মুসলিম)

٤٥٣- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ لَمَّا اشْتَدَّ بِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَجَعُهُ قِيْلَ لَهُ فِي الصَّلاَةِ فَقَالَ : مُرُوْا أَبَابَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ فَقَالَتْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا : إِنَّ أَبَا بَكْرٍ رَجُلٌ رَقِيْقٌ إِذَا قَرَأَ الْقُرْآنَ غَلَبَهُ الْبُكَاءُ فَقَالَ : مُرُوْهُ فَلْيُصَلِّ ـ

وَفِيْ رِوَايَةٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا، قَالَتْ : قُلْتُ إِنَّ أَبَا بَكْرٍ إِذَا قَامَ مَقَامَكَ لَمْ يُسْمِعِ النَّاسَ مِنَ الْبُكَاءِ ـ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ـ

৪৫৩. হযরত ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ব্যাথাজনিত রোগ যখন তীব্র আকার ধারণ করলো, সে সময় একদা তাঁকে নামাযে আহ্বান করা হলে তিনি বললেন ঃ আবু বকরকে আদেশ করো, সে যেন সাহাবাদের সাথে নামায পড়ে (অর্থাৎ ইমাম হয়ে নামায পড়ায়) হযরত আয়েশা (রা) বললেন, আবু বকর (রা) তো অত্যন্ত কোমল হৃদয়ের মানুষ, যখন তিনি কুরআন তিলাওয়াত করবেন, তখন ক্রন্দন তার উপর প্রভাব বিস্তার করে। অতঃপর আবার তিনি বললেন ঃ তাকে আদেশ কর সে যেন নামায পড়ায়।

www.BANGLAKITAB.com

হযরত আয়েশা (রা) অপর এক বর্ণনায় আছে, তিনি (আয়েশা) বলেন, আমি বললাম, আবু বকর (রা) যখন আপনার জায়গায় দাঁড়াবেন কান্নার কারণে মুসল্লিদের (কুরআন) শুনতে পারবেন না। (বুখারী ও মুসলিম)

٤٥٤- وَعَنْ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ عَوْفٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أُتِيَ بِطَعَامٍ وَكَانَ صَائِمًا فَقَالَ : قُتِلَ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ وَهُوَ خَيْرٌ مِنِّيْ فَلَمْ يُوْجَدْ لَهُ مَا يُكَفَّنُ فِيْهِ إِلاَّ بُرْدَةٌ إِنْ غُطِّيَ بِهَا رَأْسُهُ بَدَتْ رِجْلاَهُ وَإِنْ غُطِّيَ بِهَا رِجْلاَهُ بَدَا رَأْسُهُ ، ثُمَّ بُسِطَ لَنَا مِنَ الدُّنْيَا مَا بُسِطَ أَوْ قَالَ أُعْطِيْنَا مِنَ الدُّنْيَا مَا أُعْطِيْنَا قَدْ خَشِيْنَا أَنْ تَكُوْنَ حَسَنَاتُنَا عُجِّلَتْ لَنَا ثُمَّ جَعَلَ يَبْكِيْ تَرَكَ الطَّعَامَ - رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

৪৫৪. হযরত ইব্রাহীম ইব্ন আবদুর রহমন ইব্ন আউফ (রা) থেকে বর্ণিত। একদা আবদুর রহমান ইব্ন আউফের সামনে খাবার পেশ করা হলো, তখন তিনি ছিলেন রোযাদার। তিনি বললেন ঃ মুস'আব ইব্ন উমায়ের (রা) শহীদ হয়ে গেছেন। আর তিনি আমার চাইতে উত্তম লোক ছিলেন। তাঁকে কাফন দেয়ার মতো কাপড়ের ব্যবস্থাই ছিল না। তবে একটি চাদর ছিল, এ দ্বারা তাঁর মাথা ঢাকতে চাইলে তাঁর পা দু'টি অনাবৃত হয়ে যেতো, আর পা ঢাকতে চাইলে মাথা অনাবৃত হয়ে যেতো। অতঃপর আমাদের পার্থিব সুখ স্বাচ্ছন্দ দেয়া হলো। ভয় হচ্ছে, আমাদের সৎকাজের বিনিময়ে ইহকালের কখনো দস্তরখানে (খানার স্থানে) বসে খাদ্য গ্রহণ করেননি, আর তিনি কখনো চাপাতি রুটিও খাননি। (বুখারী)

٤٥٥- وَعَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ صُدَيِّ بْنِ عَجْلاَنَ الْبَاهِلِّيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَيْسَ شَيْءٌ أَحَبَّ إِلَى اللّٰهِ تَعَالَى مِنْ قَطْرَتَيْنِ وَأَثَرَيْنِ : قَطْرَةُ دُمُوْعٍ مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ وَقَطْرَةُ دَمٍ تُهْرَاقُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَأَمَّا الْأَثَرَانِ : فَأَثَرٌ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ تَعَالَى وَأَثَرٌ فِيْ فَرِيْضَةٍ مِنْ فَرَائِضِ اللّٰهِ تَعَالَى رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ -

৪৫৫. হযরত আবু উমাম সুদাই ইব্ন আজলান আল-বাহিলী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ মহান আল্লাহর কাছে দু'টি বিন্দু (ফোঁটা) দু'টি নিদর্শনের চাইতে প্রিয় বস্তু আর কিছু নেই। তার একটি হলো আল্লাহর ভয়ে নির্গত অশ্রুবিন্দু এবং অপরটি হলো ঃ আল্লাহর পথে প্রবাহিত রক্তবিন্দু। আর নিদর্শন দু'টি হলো, আল্লাহর পথে জিহাদ করা এবং আল্লাহর ফরযসমূহের মধ্য থেকে কোন ফরয আদায় করা। (তিরমিযী)

www.BANGLAKITAB.com

٤٥٦- حَدِيْثُ الْعِرْبَاضِ بنِ سَارِيَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ وَعَظَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَوْعِظَةً وَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوْبُ وَذَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُوْنُ - رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ -

৪৫৬. হযরত ইরবাদ ইব্‌ন সারিয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের সামনে এমন এক উপদেশপূর্ণ খুত্‌বা দেন যাতে আমাদের অন্তর ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে এবং চোখ দিয়ে অশ্রু প্রবাহিত হতে থাকে। (আবু দাউদ ও তিরমিযী)

بَابُ فَضْلِ الزُّهْدِ فِى الدُّنْيَا وَالْحِثُّ عَلَى التَّقَلُّلِ وَمِنْهَا وَ فَضْلِ الْفَقْرِ

অনুচ্ছেদ ঃ দরিদ্র জীবনযাপন, সংসারে অনাসক্তি এবং পার্থিব বস্তু কম অর্জনের উৎসাহ প্রদান এবং দারিদ্রতার ফযীলত।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ حَتّٰى إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُوْنَ عَلَيْهَا أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيْدًا كَأَنْ لَّمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ كَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْأٰيَاتِ لِقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ (يونس٢٤)

"বস্তুত পার্থিব জীবনের অবস্থা তো এরূপ, যেরূপ আমি আসমান থেকে পানি বর্ষণ করলাম, অতঃপর এর সাহায্যে যমীনের সে সব উদ্ভিত অত্যন্ত ঘন হয়ে উৎপন্ন হলো, যেগুলো মানুষ এবং পশুরা ভক্ষণ করে। অতঃপর যমীন যখন পরিপূর্ণ সুদৃশ্য রূপ পরিগ্রহ করলো এবং শোভনীয় হয়ে উঠলো, আর এর মালিকরা মনে করতে লাগলো যে, তারা এর পূর্ণ অধিকারী হয়ে গেছে, তখনি দিনে অথবা রাতে আমার পক্ষ থেকে কোনো আপদ এসে পড়লো, আর আমি এগুলোকে এমনভাবে নিশ্চিহ্ন করে দিলাম, যেনো গতকাল এগুলোর কোনো অস্তিত্বই ছিল না। চিন্তাশীল লোকদের জন্য নিদর্শনসমূহ আমি এরূপেই বিশদভাবে বর্ণনা করে থাকি।" (সূরা ইউনুস ঃ ২৪)

وَاضْرِبْ لَهُمْ مَّثَلَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيْمًا تَذْرُوْهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا اَلْمَالُ وَالْبَنُوْنَ زِيْنَةُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَّخَيْرٌ أَمَلًا (الكهف : ٤٥، ٤٦)

www.BANGLAKITAB.com

"আর আপনি তাদের কাছে পার্থিব জীবনের অবস্থা বর্ণনা করুন। তা হচ্ছে ঠিক এমনি যেমন আমি আসমান থেকে পানি বর্ষণ করলাম। অতঃপর এর সাহায্যে যমীনের উদ্ভিবসমূহ ঘন হয়ে উৎপন্ন হলো এবং পরে তা শুকিয়ে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেলো এবং বাতাস এগুলোকে উড়িয়ে নিয়ে ফিরতে লাগলো। আল্লাহ প্রত্যেক বস্তুর ওপর পূর্ণ ক্ষমতা রাখেন। ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি পার্থিব জীবনের একটি শোভা মাত্র। অনেক কাজসমূহ অনন্তকাল ধরে থাকবে; আর এগুলোই আপনার রবের কাছে সাওয়াব হিসেবে এবং আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক হিসেবে উত্তম।" (সূরা কাহফ ঃ ৪৫-৪৬)

اِعْلَمُوْٓا اَنَّمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَّلَهْوٌ وَّزِيْنَةٌ وَّتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِى الْاَمْوَالِ وَالْاَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ اَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهٗ ثُمَّ يَهِيْجُ فَتَرٰىهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُوْنُ حُطَامًا وَفِى الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيْدٌ وَّمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَآ اِلَّا مَتَاعُ الْغُرُوْرِ (الحديد : ٢٠)

"জেনে রাখো, পার্থিব জীবন তো কেবল খেল-তামাশা এবং জাঁকজমক ও পরস্পর আত্মগর্ব করা, আর ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি সম্বন্ধে একে অন্যের অপেক্ষা প্রাচুর্য বর্ণনা করা মাত্র। যেরূপ বৃষ্টি বর্ষিত হলে এর সাহায্যে উৎপাদিত ফসল কৃষকদের আনন্দ দেয়, অতঃপর তা শুকিয়ে যায় এবং তুমি তাকে হরিদ্রা বর্ণের দেখতে পাও। অতঃপর তা চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যায়। আর পরকালে রয়েছে কঠোর শাস্তি ; আর আল্লাহর পক্ষ থেকে রয়েছে ক্ষমা ও সন্তুষ্টি। আর পার্থিব জীবন হলো প্রতারণার উপকরণ মাত্র।" (সূরা হাদীদ ঃ ১০)

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوٰتِ مِنَ النِّسَآءِ وَالْبَنِيْنَ وَالْقَنَاطِيْرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْاَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَاللّٰهُ عِنْدَهٗ حُسْنُ الْمَاٰبِ (اٰل عمران : ١٤)

"নারী, সন্তান-সন্ততি, পুঞ্জীভূত সোনা-রূপা, চিহ্নিত ঘোড়া, পালিত পশু ও শস্যক্ষেত, এগুলোর প্রতি আকর্ষণ ও ভালোবাসা দিয়ে মানুষের মনকে সুশোভিত করা হয়েছে। মূলত এগুলো হলো পার্থিব জীবনের ব্যবহারিত উপকরণ। আল্লাহর নিকট রয়েছে সুশোভিত পরিণাম বা প্রত্যাবর্তন।" (সূরা আলে ইমরান ঃ ১৪)

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُوْرُ (فاطر : ٥)

"হে মানব জাতি! আল্লাহর ওয়াদা অবশ্যই সত্য; সুতরাং এ পার্থিব জীবন যেনো তোমাদের ধোঁকায় না ফেলে রাখে। আর মহা প্রতারক (শয়তান) যেনো তোমাদের আল্লাহ সম্বন্ধে ধোঁকায় না ফেলতে পারে"। (সূরা ফাতির ঃ ৫)

www.BANGLAKITAB.com

أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ (التكاثر: ١ – ٥)

"ঐশ্বর্য্য, প্রাচুর্য ও দাম্ভিকতা তোমাদের ভুলিয়ে রেখেছে। এভাবেই তোমরা কবরে পৌঁছে যাও। কখনো নয়, অতি শিগ্‌রীর তোমরা জানতে পারবে। অতঃপর কখনো নয়, তোমরা অবিলম্বেই জানতে পারবে। কখনো নয়, যদি তোমরা নিশ্চিতরূপে জানতে পারতে"। (সূরা তাকাসূর ঃ ১-৫)

وَمَا هٰذِهِ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ (العنكبوت: ٦٤)

"আর এই পার্থিব জীবন তো খেল-তামাশা ছাড়া আর কিছু নয়, বস্তুত পরকালের জীবনই প্রকৃত জীবন। তারা যদি তা জানতে পারতো"। (সূরা আন্‌কাবূত ঃ ৬৪)

٤٥٧- وَعَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بَعَثَ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ إِلَى الْبَحْرَيْنِ يَأْتِي بِجِزْيَتِهَا فَقَدِمَ بِمَالٍ مِنَ الْبَحْرَيْنِ فَسَمِعَتِ الْأَنْصَارُ بِقُدُوْمِ أَبِي عُبَيْدَةَ فَوَافَوْا صَلَاةَ الْفَجْرِ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَلَمَّا صَلَّى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ انْصَرَفَ فَتَعَرَّضُوْا لَهُ، فَتَبَسَّمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حِيْنَ رَآهُمْ ثُمَّ قَالَ: أَظُنُّكُمْ سَمِعْتُمْ أَنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ قَدِمَ بِشَيْءٍ مِنَ الْبَحْرَيْنِ؟ فَقَالُوْا: أَجَلْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَقَالَ: أَبْشِرُوْا وَأَمِّلُوْا مَا يَسُرُّكُمْ فَوَاللّٰهِ مَا الْفَقْرَ أَخْشَى عَلَيْكُمْ وَلٰكِنِّي أَخْشَى أَنْ تُبْسَطَ الدُّنْيَا عَلَيْكُمْ كَمَا بُسِطَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَتَنَافَسُوْهَا كَمَا تَنَافَسُوْهَا؛ فَتُهْلِكَكُمْ كَمَا أَهْلَكَتْهُمْ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৪৫৭. হযরত আমর ইব্‌ন আওফ আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বাহ্‌রাইনে জিযিয়া আদায় করে আনার জন্যে আবু ওবায়দা ইব্‌ন জাররাহকে পাঠিয়েছিলেন। অতঃপর বাহ্‌রাইন থেকে ধন-সম্পদ নিয়ে মদীনায় ফিরে এলেন। আনসারগণ যখন শুনতে পেলেন যে, হযরত আবু ওবায়দা (রা) ফিরে এসেছেন, তখন তাঁরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাথে ফজরের নামায পড়ার জন্যে এসে পৌঁছলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামায শেষ করার পর তাঁরা তাঁর সামনে উপস্থিত হলেন। তাঁদের দেখে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুছকি হেসে বললেনঃ আমার মনে হচ্ছে, তোমরা আবু ওবায়দার বাহরাইন থেকে মাল নিয়ে ফিরে আসার সংবাদ শুনতে পেয়েছো? তারা বললেন ঃ হ্যাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ! অতঃপর তিনি বললেন ঃ তোমরা

www.BANGLAKITAB.com

আনন্দিত হও, আর যে বস্তু তোমাদের খুশীর কারণ তার আশা পোষণ করো। তবে আল্লাহর কসম করে বলছি, আমি তোমাদের দরিদ্র হয়ে যাওয়ার ভয় করিছ না বরং আমি ভয় করছি এ জন্যে যে, পার্থিব (সামগ্রী) তোমাদের সামনে প্রসারিত হয়ে যাবে, যেরূপে তোমাদের পূর্ববর্তীদের জন্য প্রসারিত হয়েছিল। আর তারা যেরূপ লালসা ও মোহগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল, তোমরাও সেরূপ লালসাগ্রস্ত হয়ে পড়বে এবং (এই পার্থিব সামগ্রী) তাদের যেরূপ ধ্বংস করেছে, তোমাদেরও সেরূপ ধ্বংস করবে। (বুখারী ও মুসলিম)

٤٥٨- وَعَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : جَلَسَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ فَقَالَ : إِنَّ مِمَّا أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِيْ مَا يُفْتَحُ عَلَيْكُمْ مِنْ زَهْرَةِ الدُّنْيَا وَزِيْنَتِهَا - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৪৫৮. হযরত আবু সাঈদ খুদ্‌রী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মিম্বরে বসলেন এবং আমরাও তাঁর চারপাশে বসলাম। অতঃপর তিনি বললেন ঃ আমার তিরোধানের পর যে বিষয়গুলো সম্পর্কে তোমাদের জন্য আমার ভয় হচ্ছে তন্মধ্যে একটা হলো, বিভিন্ন দেশ জয়ের পর তোমাদের হাতে যখন প্রাচুর্য আসবে। (বুখারী ও মুসলিম)

٤٥٩- وَعَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ إِنَّ الدُّنْيَا حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ وَإِنَّ اللّٰهَ تَعَالَى مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيْهَا فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُوْنَ فَاتَّقُوْا الدُّنْيَا وَاتَّقُوْا النِّسَاءَ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

৪৫৯. হযরত আবু সাঈদ খুদ্‌রী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ দুনিয়াটা একটা শ্যামল সবুজ সুমিষ্ট বস্তু। মহান আল্লাহ এখানে তোমাদের প্রতিনিধি বানিয়ে পাঠিয়েছেন এবং তোমরা কি করছো তা দেখছেন। সুতরাং এ দুনিয়ার (লোভ-লালসা থেকে) আত্মরক্ষা করো এবং স্ত্রীলোকের (ফিত্‌না) সম্পর্কেও সতর্ক থাক। (মুসলিম)

٤٦٠- وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : اَللّٰهُمَّ لاَ عَيْشَ إِلاَّ عَيْشُ الْآخِرَةِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৪৬০. হযরত আনাস (রা) থকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ "হে আল্লাহ! পরকারের জীবনই তো প্রকৃত জীবন"। (বুখারী ও মুসলিম)

٤٦١- وَعَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : يَتْبَعُ الْمَيِّتَ ثَلاَثَةٌ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَعَمَلُهُ فَيَرْجِعُ اثْنَانِ وَيَبْقَى وَاحِدٌ يَرْجِعُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَيَبْقَى عَمَلُهُ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

www.BANGLAKITAB.com

৪৬১. হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ তিনটি জিনিস মৃতের পেছনে পেছনে (কবর পর্যন্ত) যায় ঃ তার আত্মীয়-পরিজন, ধন-সম্পদ ও তার আমল (নেক বা বদ) অতঃপর দু'টি ফিরে আসে আর একটি (তার সাথে) থেকে যায়। তার আত্মীয়-পরিজন ও সম্পদ ফিরে আসে এবং তার আমল তার সাথে থেকে যায়। (বুখারী ও মুসলিম)

٤٦٢- وَعَنْهُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُؤْتَى بِالنَّعْمِ أَهْلِ الدُّنْيَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُصْبَغُ فِى النَّارِ صَبْغَةً ثُمَّ يُقَالُ : يَا ابْنَ اٰدَمَ هَلْ رَأَيْتَ خَيْرًا قَطُّ؟ هَلْ مَرَّ بِكَ نَعِيْمٌ قَطُّ؟ فَيَقُوْلُ لاَ وَاللّٰهِ يَا رَبِّ وَيُؤْتَى بِأَشَدِّ النَّاسِ بُؤْسًا فِى الدُّنْيَا مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيُصْبَغُ صَبْغَةً فِى الْجَنَّةِ ؛ فَيُقَالُ لَهُ : يَا ابْنَ اٰدَمَ هَلْ رَأَيْتَ بُؤْسًا قَطُّ؟ هَلْ مَرَّ بِكَ شِدَّةٌ قَطُّ؟ فَيَقُوْلُ لاَ وَاللّٰهِ مَا مَرَّبِىْ بُؤْسٌ قَطُّ، وَلاَ رَأَيْتُ شِدَّةً قَطُّ- رَوَاهُ مُسْلِمٌ-

৪৬২. হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ কিয়ামতের দিন জাহান্নামীদের মধ্য থেকে দুনিয়াতে যে সবচাইতে ধনী ছিল,তাকে হাযির করা হবে এবং দোযখে নিক্ষেপ করা হবে। অতঃপর তাকে জিজ্ঞেস করা হবে, হে আদম সন্তান! তুমি কি কখনো কোনো কল্যাণ দেখেছো? তুমি কি কখনো স্বস্তি ও শান্তিতে দিন যাপন করেছো? সে বলবে, না, আল্লাহর কসম করে বলছি, হে আমার রব! কখনো না। আর জান্নাতবাসীদের মধ্য থেকেও একজনকে হাযির করা হবে, যে দুনিয়াতে সবচাইতে দুর্দশা ও অভাবগ্রস্থ ছিল। অতঃপর তাকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে এবং জিজ্ঞেস করা হবে, তুমি কি কখনো কোনো অভাব দেখেছো? তুমি কি কখনো দুর্দশা ও অনটনের মধ্যে দিন যাপন করেছো? সে বলবে, না, আল্লাহর কসম করে বলছি, আমি কখনো অভাব-অনটন দেখিনি আর আমার ওপর দিয়ে তেমন কোনো দুর্দশার সময়ও অতিবাহিত হয়নি। (মুসলিম)

٤٦٣- وَعَنِ الْمُسْتَوْرِدِ بْنِ شَدَّادٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا الدُّنْيَا فِى الْاٰخِرَةِ إِلاَّ مِثْلُ مَا يَجْعَلُ أَحَدُكُمْ أُصْبُعَهُ فِى الْيَمِّ، فَلْيَنْظُرْ بِمَ يَرْجِعُ ؟ رَوَاهُ مُسْلِمٌ-

৪৬৩. হযরত মুস্তাওরিদ ইব্ন শাদ্দাদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ পরকালের তুলনায় ইহকালের দৃষ্টান্ত হলো এরূপ যে, তোমাদের কেউ তার কোনো একটি আঙুল সমুদ্রে ডুবিয়ে রেখে যতটুকু সাথে নিয়ে ফিরে। (আঙ্গুলের অগ্রভাবে সমুদ্রের পানি যে অংশ লেগে থাকে, সমুদ্রের তুলনায় এটা যেরূপ কিছুই নয়, তেমনি আখিরাতের তুলনায় দুনিয়াটা কিছুই নয়)। (মুসলিম)

www.BANGLAKITAB.com

٤٦٤- وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَرَّ بِالسُّوْقِ وَالنَّاسُ كَنَفَتَيْهِ فَمَرَّ بِجَدْيٍ أَسَكَّ مَيِّتٍ فَتَنَاوَلَهُ فَأَخَذَ بِأُذُنِهِ ثُمَّ قَالَ : أَيُّكُمْ يُحِبُّ أَنْ يَكُوْنَ هٰذَا لَهُ بِدِرْهَمٍ؟ فَقَالُوْا مَا نُحِبُّ أَنَّهُ لَنَا بِشَيْءٍ وَمَا نَصْنَعُ بِهِ؟ ثُمَّ قَالَ أَتُحِبُّوْنَ أَنَّهُ لَكُمْ؟ قَالُوْا وَاللّٰهِ لَوْ كَانَ حَيًّا كَانَ عَيْبًا أَنَّهُ أَسَكُّ فَكَيْفَ وَهُوَ مَيِّتٌ! فَقَالَ فَوَاللّٰهِ لَلدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللّٰهِ مِنْ هٰذَا عَلَيْكُمْ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

৪৬৪. হযরত জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোনো একটি বাজারের ওপর দিয়ে যাচ্ছিলেন, আর তাঁর দু'পাশে ছিলেন সাহাবায়ে কিরাম। তিনি যখন একটি কানকাটা মরা ছাগল ছানার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন তিনি এর কান ধরে তাঁদের জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমাদের কেউ কি এক দিরহামের বিনিময়ে এটা কিনে নিতে রাযী আছো? তাঁরা বললেন, আমরা কোনো কিছুর বিনিময়ে এটা নিতে রাযী নয়; আর আমরা এটা দিয়ে করবোই বা কি? তিনি পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমরা বিনামূল্যে এটা নিতে রাযী আছো? তাঁরা বললেন, আল্লাহর কসম! এটা যদি জীবিতও থাকতো, তবু তো ত্রুটিপূর্ণ ; কেননা এটার কানকাটা। তবে মৃতটাকে দিয়ে কি হবে? অতঃপর তিনি বললেন ঃ আল্লাহর কসম করে বলছি! তোমাদের কাছে এ ছাগল ছানাটা যেরূপ নিকৃষ্ট দুনিয়াটা আল্লাহর কাছে এ চাইতেও বেশি নিকৃষ্ট। (মুসলিম)

٤٦٥- وَعَنْ أَبِيْ ذَرٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : كُنْتُ أَمْشِي مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِيْ حَرَّةٍ بِالْمَدِيْنَةِ فَاسْتَقْبَلَنَا أُحُدٌ فَقَالَ : يَا أَبَا ذَرٍّ : قُلْتُ لَبَّيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَقَالَ : مَا يَسُرُّنِيْ أَنَّ عِنْدِيْ مِثْلَ أُحُدٍ هٰذَا ذَهَبًا تَمْضِيْ عَلَيَّ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَعِنْدِيْ مِنْهُ دِيْنَارٌ إِلَّا شَيْءٍ أَرْصِدُهُ لِدَيْنٍ إِلَّا أَنْ أَقُوْلَ بِهِ فِيْ عِبَادِ اللّٰهِ هٰكَذَا وَهٰكَذَا وَهٰكَذَا عَنْ يَمِيْنِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ وَعَنْ خَلْفِهِ ثُمَّ سَارَ فَقَالَ : إِنَّ الْأَكْثَرِيْنَ هُمُ الْأَقَلُّوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا مَنْ قَالَ بِالْمَالِ هٰكَذَا وَهٰكَذَا وَهٰكَذَا : عَنْ يَمِيْنِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ وَمِنْ خَلْفِهِ وَقَلِيْلٌ مَا هُمْ ثُمَّ قَالَ لِيْ وَمَكَانَكَ لَا تَبْرَحْ حَتَّى أَتِيَكَ ثُمَّ انْطَلَقَ فِيْ سَوَادِ اللَّيْلِ حَتَّى تَوَارَى فَسَمِعْتُ صَوْتًا قَدِ ارْتَفَعَ فَتَخَوَّفْتُ أَنْ يَكُوْنَ أَحَدٌ عَرَضَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَأَرَدْتُ أَنْ آتِيَهُ فَذَكَرْتُ قَوْلَهُ لَا تَبْرَحْ حَتَّى آتِيَكَ فَلَمْ أَبْرَحْ حَتَّى أَتَانِيْ فَقُلْتُ لَقَدْ سَمِعْتُ صَوْتًا تَخَوَّفْتُ مِنْهُ فَذَكَرْتُ لَهُ ، فَقَالَ : وَهَلْ سَمِعْتَهُ ؟ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ : ذَاكَ

www.BANGLAKITAB.com

جِبْرِيْلُ أَتَانِىْ فَقَالَ : مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِكَ لاَ يُشْرِكُ بِاللّٰهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ قُلْتُ وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ؟ قَالَ : وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৪৬৫. হযরত আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে মদীনায় কালো কংকরময় প্রান্তরে হাঁটছিলাম। অতঃপর ওহুদ পাহাড় আমাদের দৃষ্টিগোচর হলে তিনি বললেন ঃ হে আবু যার! আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আপনার খেদমতে হাযির আছি। তিনি বললেন ঃ এই ওহুদ পাহাড় পরিমাণ স্বর্ণও যদি আমার কাছে থেকে থাকে, তবু আমি খুশী হবো না। কেননা তিন দিনও অতীত হবে না যে, আমার কাছে তা থেকে ঋণ আদায়ের অংশ ছাড়া এক দীনারও অবশিষ্ট থাকবে না; বরং আমি আল্লাহর বান্দাদের মাঝে এভাবে ওভাবে ডান-বাঁয়ে এবং পেছনে খরচ করে ফেলবো। এ কথা বলে তিনি এগিয়ে চললেন এবং বললেন ঃ বেশি সম্পদশালীরাই কিয়ামতের দিন নিঃস্ব হবে; কিন্তু যারা সম্পদ এভাবে এভাবে এভাবে ডান-বাঁয়ে ও পেছনে খরচ করেছে তারা নিঃস্ব হবে না। তবে এ ধরনের লোকের সংখ্যা খুবই কম। অতঃপর তিনি আমাকে বললেন ঃ আমি ফিরে না আসা পর্যন্ত নিজের স্থান থেকে নড়ো না। অতঃপর তিনি রাতের অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। কিছুক্ষণ পর আমি একটা বিকট শব্দ শুনে ভয় পেয়ে গেলাম যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালামের উপর কোনো অস্বাভাবিক কিছু ঘটে গেলো কি না? কাজেই আমি তাঁর কাছে যাওয়ার ইচ্ছা করলাম। কিন্তু তার এ আদেশ ঃ "আমি না আসা পর্যন্ত নিজের স্থানে থেকে নড়ো না" স্মরণ হয়ে গেলো এবং তাঁর ফিরে আসার পূর্ব পর্যন্ত আমি স্থান ত্যাগ করলাম না। তিনি ফিলে এলেন। অতঃপর আমি তাঁকে বললাম, আমি তো একটা বিকট শব্দ শুনে ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু আপনার আদেশ স্মরণ হওয়াতে এখানেই দাঁড়িয়ে রয়েছি। তিনি জিজ্ঞেস করলন ঃ তুমি তাহলে সে শব্দ শুনেছো? আমি বললাম হ্যা, তিনি বললেন ঃ এটা জিব্‌রাঈলের শব্দ। তিনি আমার কাছে এসেছিলেন। তিনি বলে গেলেন ঃ তোমার উম্মতের যে কেউ আল্লাহর সাথে কোনো কিছুকে শরীক না করে মারা যাবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আমি বললা, যে যদি চুরি করে, সে যদি চুরি করে? তিনি বললেন ঃ সে যদি যিনাও করে এবং চুরিও করে, তবু জান্নাতে যাবে। (বুখারী ও মুসলিম)

٤٦٦- وَعَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : لَوْ كَانَ لِىْ مِثْلُ أُحُدٍ ذَهَبًا لَسَرَّنِىْ أَنْ لاَ تَمُرَّ عَلَىَّ ثَلاَثُ لَيَالٍ وَعِنْدِىْ مِنْهُ شَىْءٌ إِلاَّ أَرْصِدُهُ لِدَيْنٍ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৪৬৬. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ আমার কাছে যদি ওহুদ পাহাড় পরিমাণ স্বর্ণ থাকে, তাহলে তিন দিন যেতে না যেতে আমার কাছে এর কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না, এতেই আমি আনন্দিত হবো। তবে ঋণ আদায়ের জন্যে কিছু অংশ আটকে রাখতে পারি। (বুখারী ও মুসলিম)

www.BANGLAKITAB.com

٤٦٧- وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ انْظُرُوْا إِلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَلَا تَنْظُرُوْا إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقَكُمْ فَهُوَ أَجْدَرُ أَنْ لَا تَزْدَرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَفِيْ رِوَايَةِ الْبُخَارِيِّ : إِذَا نَظَرَ أَحَدُكُمْ إِلَى مَنْ فُضِّلَ عَلَيْهِ فِي الْمَالِ وَالْخَلْقِ ؛ فَلْيَنْظُرْ إِلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلَ مِنْهُ ـ

৪৬৭. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের চাইতে নিম্ন মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তির দিকে তাকাও এবং তোমাদের চাইতে উচ্চ মর্যাদাশালীদের দিকে তাকিও না। তোমাদের উপর আল্লাহর দেয়া অনুগ্রহকে নিকৃষ্ট মনে না করার জন্যে এটাই উৎকৃষ্ট পন্থা।(বুখারী ও মুসলিম) বুখারীর অপর এক বর্ণনায় আছে ঃ তোমাদের কেউ যখন তার চাইতে ধনী ও সৌন্দর্যমন্ডিত কোনো ব্যক্তির দিকে তাকিয়ে দেখো, তখন সে যেনো তার চাইতে নিম্নমানের ব্যক্তির দিকেও তাকায়।

٤٦٨- وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : تَعِسَ عَبْدُ الدِّيْنَارِ وَالدِّرْهَمِ وَالْقَطِيْفَةِ وَالْخَمِيْصَةِ إِنْ أُعْطِيَ رَضِيَ وَإِنْ لَمْ يُعْطَ لَمْ يَرْضَ ـ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ ـ

৪৬৮. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ দীনার, দিরহাম, কালো চাদর ও চওড়া পেড়ে পশমী চাদরের অনুরাগী গোলাম ধ্বংস হয়েছে। কেননা, তাকে যদি দেয়া হয়, তবে খুশী আর না দেয়া হলেই অখুশী। (বুখারী)

٤٦٩- وَعَنْهُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ لَقَدْ رَأَيْتُ سَبْعِيْنَ مِنْ أَهْلِ الصُّفَّةِ ، مَا مِنْهُمْ رَجُلٌ عَلَيْهِ رِدَاءٌ إِمَّا إِزَارٌ وَإِمَّا كِسَاءٌ قَدْ رَبَطُوْا فِي أَعْنَاقِهِمْ فَمِنْهَا مَا يَبْلُغُ نِصْفَ السَّاقَيْنِ وَ مِنْهَا مَا يَبْلُغُ الْكَعْبَيْنِ فَيَجْمَعُهُ بِيَدِهِ كَرَاهِيَةَ أَنْ تُرَى عَوْرَتُهُ ـ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ ـ

৪৬৯. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সত্তরজন আসহাবে সুফ্ফাকে দেখেছি তাঁদের কারো কারো চাদর ছিল না। কারো হয়তো একটি লুংগী আর কারো একটি কম্বল ছিল। তারা এটাকে নিজেদের গলায় বেঁধে রাখতেন। কারোরটা হয়তো তাঁর পায়ের গোছার অর্ধাংশ পৌছতো; আর কারোরটা হাঁটু পর্যন্ত। লজ্জাস্থান দেখা যাওয়ার ভয়ে তারা হাত দিয়ে এটাকে ধরে রাখতেন। (বুখারী)

٤٧٠- وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلدُّنْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ وَجَنَّةُ الْكَافِرِ ـ رَوَاهُ مُسْلِمٌ ـ

www.BANGLAKITAB.com

৪৭০. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "দুনিয়াটা হলো ঈমানদারদের জন্য কারাগার এবং কাফিরের জন্য জান্নাত বা উদ্যান।" (মুসলিম)

٤٧١- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ أَخَذَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِمَنْكِبَيَّ فَقَالَ كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيْبٌ أَوْ عَابِرُ سَبِيْلٍ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا يَقُوْلُ : إِذَا أَمْسَيْتَ فَلاَ تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلاَ تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرَضِكَ وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ - رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ -

৪৭১. হযরত ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার কাঁধ ধরে বললেন ঃ দুনিয়াতে তুমি মুসাফির অথবা পথচারী হয়ে থেকো। আর এ জন্যেই ইব্ন উমার (রা) বলতেন ঃ তুমি যখন সন্ধ্যা যাপন করো তখন সকালের প্রতীক্ষা করো না। আর আর যখন তুমি ভোর পাও তখন সন্ধ্যার অপেক্ষা করো না। আর তোমার সুস্থ সময়ে রোগের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করো এবং তোমার জীবনকালে মৃত্যুর প্রস্তুতি গ্রহণ করো। (বুখারী)

٤٧٢- وَعَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ ، قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ دُلَّنِيْ عَلَى عَمَلٍ إِذَا عَمِلْتُهُ أَحَبَّنِيَ اللّٰهُ وَأَحَبَّنِي النَّاسُ فَقَالَ : ازْهَدْ فِي الدُّنْيَا يُحِبَّكَ اللّٰهُ وَازْهَدْ فِيْمَا عِنْدَ النَّاسِ يُحِبُّكَ النَّاسُ ، حَدِيْثٌ حَسَنٌ ، رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه -

৪৭২. হযরত আবুল আব্বাস সাহ্ল ইব্ন সা'দ সাঈদী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা জনৈক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে এমন কোনো আমলের কথা বলে দিন, যখন আমি তা করবো, তখন আল্লাহ আমাকে ভালোবাসবেন এবং মানুষও আমাকে ভালোবাসবে। উত্তরে তিনি বললেন, দুনিয়ার প্রতি অনাসক্ত হও, আল্লাহ তোমাকে ভালোবাসবেন; আর মানুষের কাছে যা কিছু আছে, সেদিকে লোভ করো না, মানুষও তোমাকে ভালোবাসবে। হাদীসটি হাসান, ইব্ন মাজাহ এটি বর্ণনা করেছেন।

٤٧٣- وَعَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : ذَكَرَ عُمَرُ ابْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ مَا أَصَابَ النَّاسُ مِنَ الدُّنْيَا فَقَالَ لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَظَلُّ الْيَوْمَ يَلْتَوِي مَا يَجِدُ مِنَ الدَّقَلِ مَا يَمْلأُ بِهِ بَطْنَهُ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

www.BANGLAKITAB.com

৪৭৩. হযরত নু'মান ইব্ন বাশীর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে সব লোকের পার্থিব সুখ-সাচ্ছন্দ ও ধন-সম্পদ অর্জিত হয়েছে, তাদের সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখেছি, সারাদিন তাঁর (নাড়িভূড়ি) পেঁচিয়ে থাকতো, অথচ ঐ পেটে দেয়ার জন্যে এমন কোনো নষ্ট পুরোনো খেজুরও মিলতো না। (মুসলিম)

٤٧٤- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ تُوُفِّيَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَمَا فِي بَيْتِيْ مِنْ شَيْءٍ يَأْكُلُهُ ذُوْ كَبِدٍ إِلاَّ شَطْرُ شَعِيْرٍ فِيْ رَفٍّ لِيْ فَأَكَلْتُ مِنْهُ حَتَّى طَالَ عَلَيَّ فَكِلْتُهُ فَفَنِيَ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৪৭৪. হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তিকালের সময় আমার ঘরে এমন কোনো বস্তু ছিলো না কোন প্রাণী খেতে পারে। তবে দেরাজে সামান্য কিছু যব মজুদ ছিল অনেক দিন পর্যন্ত আমি তা থেকে খেতে থাকলাম। অবশেষে আমি তা ওজন করলাম তখন তা শেষ হয়ে গেলো। (বুখারী ও মুসলিম)

٤٧٥- وَعَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ أَخِيْ جُوَيْرِيَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ أُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ مَا تَرَكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عِنْدَ مَوْتِهِ دِيْنَارًا وَلاَ دِرْهَمًا وَلاَ عَبْدًا وَلاَ أَمَةً وَلاَ شَيْئًا إِلاَّ بَغْلَتَهُ الْبَيْضَاءَ الَّتِيْ كَانَ يَرْكَبُهَا وَسِلاَحَهُ وَأَرْضًا جَعَلَهَا لِابْنِ السَّبِيْلِ صَدَقَةً - رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ -

৪৭৫. হযরত উম্মুল মু'মিনীন জুয়াইরিয়া বিনতে হারিসের ভাই আমর ইব্ন হারিস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর ইন্তিকালের সময় কোনো দীনার-দিরহাম, দাস-দাসী এবং অন্য সামগ্রী রেখে যাননি। তবে মাত্র তাঁর একটি সাদা খচ্চর, যার উপর তিনি সাওয়ার হতেন, তাঁর তরবারী এবং মুসাফিরদের জন্যে সাদাকাকৃত কিছু ভূমি রেখে যান। (বুখারী)

٤٧٦- وَعَنْ خَبَّابِ بْنِ الْأَرَتِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : هَاجَرْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ نَلْتَمِسُ وَجْهَ اللّٰهِ تَعَالَى فَوَقَعَ أَجْرُنَا عَلَى اللّٰهِ ، فَمِنَّا مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَأْكُلْ مِنْ أَجْرِهِ شَيْئًا مِنْهُمْ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ وَتَرَكَ نَمِرَةً فَكُنَّا إِذَا غَطَّيْنَا بِهَا رَأْسَهُ بَدَتْ رِجْلاَهُ وَإِذَا غَطَّيْنَا بِهَا رِجْلَيْهِ بَدَا رَأْسُهُ فَأَمَرَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَنْ نُغَطِّيَ رَأْسَهُ وَنَجْعَلَ عَلَى رِجْلَيْهِ مِنَ الْإِذْخِرِ وَمِنَّا مَنْ أَيْنَعَتْ لَهُ ثَمَرَتُهُ ، فَهُوَ يَهْدِبُهَا - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

www.BANGLAKITAB.com

৪৭৬. হযরত খাব্বাব ইব্‌ন আরাত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্যে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে হিজরত করেছি। কাজেই এর সাওয়াব আমরা আল্লাহর কাছে পাব। আমাদের মধ্যে কেউ এর বিনিময়ে উপভোগ না করেই মারা গেছেন। তন্মধ্যে মুস'আব ইব্‌ন উমায়ের (রা) উল্লেখযোগ্য। তিনি ওহুদ যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করেন। তাঁর সম্পদের মধ্যে রেখে যান মাত্র একটি রঙীন পশমী চাদর। আমরা (কাফন দেবার জন্যে চাদরটি দিয়ে) তাঁর মাথা ঢাকতে চাইলে পা দু'টি অনাবৃত হয় যেতো। আর পা দু'টি ঢাকতে চাইলে মাথা অনাবৃত হয়ে যেতো। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর মাথা ঢেকে দিতে এবং তাঁর পায়ে 'ইয্‌খির' নামক সুগন্ধিযুক্ত ঘাস বেধে দিতে আমাদের আদেশ করেন। বর্তমানে আমাদের কারোর কারোর অবস্থা তো এরূপ যে, তাঁর ফল পেকে রয়েছে আর তিনি তা কেটে উপভোগ করেছেন। (বুখারী ও মুসলিম)

٤٧٧- وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَوْ كَانَتِ الدُّنْيَا تَعْدِلُ عِنْدَ اللّٰهِ جَنَاحَ بَعُوْضَةٍ مَا سَقَى كَافِرًا مِنْهَا شَرْبَةَ مَاءٍ - رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ -

৪৭৭. হযরত সাহ্‌ল ইব্‌ন সা'দ সাঈদী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "আল্লাহর কাছে দুনিয়াটা যদি মশার ডানার সমতূল্যও হতো, তাহলে তিনি তা থেকে কাফিরদের এক চুমুক পানিও পান করতে দিতেন না।"(তিরমিযী)

٤٧٨- وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : أَلَا إِنَّ الدُّنْيَا مَلْعُوْنَةٌ مَلْعُوْنٌ مَا فِيْهَا إِلَّا ذِكْرَ اللّٰهِ تَعَالَى وَمَا وَالَاهُ وَعَالِمًا وَمُتَعَلِّمًا - رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ -

৪৭৮. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ জেনে রেখো, দুনিয়া এবং তার মধ্যে যা আছে সব কিছুই অভিশপ্ত। কিন্তু আল্লাহ তা'আলার যিক্‌র এবং তিনি যা পছন্দ করেন এবং জ্ঞানী ও জ্ঞানার্জনকারী। (তিরমিযী)

٤٧٩- وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا تَتَّخِذُوا الضَّيْعَةَ فَتَرْغَبُوْا فِي الدُّنْيَا - رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ -

৪৭৯. হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "তোমরা জমিজমা ও ক্ষেতখামার অর্জনের পেছনে পড়ে যেও না, তাহলে তোমরা দুনিয়ার প্রতি আসক্ত হয়ে পড়বে।" (তিরমিযী)

www.BANGLAKITAB.com

٤٨٠- وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بنِ عَمْرِو بنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ مَرَّ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَنَحْنُ نُعَالِجُ خُصًّا لَنَا فَقَالَ : مَا هٰذَا ؟ فَقُلْنَا : قَدْ وَهِيَ فَنَحْنُ نُصْلِحُهُ فَقَالَ مَا أَرَى الْأَمْرَ إِلاَّ أَعْجَلَ مِنْ ذٰلِكَ - رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ بِإِسْنَادِ الْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ -

৪৮০. হযরত আবুদুল্লাহ ইব্‌ন আমর্ ইব্‌ন আ'স (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমরা একটি কুড়েঘর মেরামত করছিলাম। এমন সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ এটা কি করা হচ্ছে? আমরা বললাম, এটা নড়বড়ে বা ভঙ্গপ্রায় হয়ে গেছে; সুতরাং আমরা এটা মেরামত করছি। তিনি বললেন ঃ আমি তো দেখতে পাচ্ছি কিয়ামত এর চাইতেও তাড়াতাড়ি হয় যাবে। আবূ দাউদ ও তিরমিযী, বুখারী ও মুসলিমের সনদে ও হাদীসটি বর্ণনা করেন।

٤٨١- وَعَنْ كَعْبِ بنِ عِيَاضٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ إِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةً وَفِتْنَةُ أُمَّتِي الْمَالُ ، رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ -

৪৮১। হযরত কা'ব ইব্‌ন ইয়াদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ প্রত্যেক জাতির জন্য একটি ফিত্‌না (পরীক্ষার বস্তু) আছে। আর আমার উম্মতের ফিত্‌না হলো সম্পদ। (তিরমিযী)

٤٨٢- وَعَنْ أَبِيْ عَمْرٍو وَيُقَالُ أَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ وَيُقَالُ أَبُوْ لَيْلٰى عُثْمَانَ ابنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : لَيْسَ لِأَبْنِ اٰدَمَ حَقٌّ فِيْ سِوَى هٰذِهِ الْخِصَالِ بَيْتٌ يَسْكُنُهُ وَثَوْبٌ يُوَارِيْ عَوْرَتَهُ وَجِلْفُ الْخُبْزِ وَالْمَاءِ - رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ -

৪৮২. হযরত আবু আমর (রা) তাঁকে আবু আবদুল্লাহ বলেও ডাকা হতো। আবু লায়লা উসমান ইব্‌ন আফফান ও বলা হলো (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ ৩টি বস্তু ছাড়া আদম সন্তানের আর কিছুর ওপর অধিকার নেই। তা হলো ঃ ১. তার বসবাসের জন্য একট ঘর; ২. অংগ ঢাকার জন্যে কিছু বস্ত্র এবং ৩. শুধু রুটি ও পানি। (তিরমিযী)

٤٨٣- وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بنِ الشِّخِّيْرِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أنه قَالَ : أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ يَقْرَأُ : "أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ" قَالَ يَقُوْلُ ابنُ اٰدَمَ مَالِيْ مَالِيْ وَهَلْ لَكَ يَا ابنَ اٰدَمَ مِنْ مَالِكَ إِلاَّ مَا أَكَلْتَ فَأَفْنَيْتَ أَوْ لَبِسْتَ فَأَبْلَيْتَ أَوْ تَصَدَّقْتَ فَأَمْضَيْتَ؟ رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

www.BANGLAKITAB.com

৪৮৩. হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন শিখ্‌খীর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে দেখি, তিনি সূরা তাকাসুরু "الهكم التكاثر" "ধন-ঐশ্বর্য ও প্রাচুর্য তোমাদের পরকাল ভুলিয়ে রেখেছে" পাঠ করছেন। অতঃপর তিনি বললেন ঃ আদম সন্তানরা 'আমার সম্পদ' 'আমার ধন' ইত্যাদি বলে থাকে। অথচ হে বনী আদম! ততোটুকুই তোমার সম্পদ, যতোটুকু তুমি খেয়ে শেষ করেছ এবং পরিধান করে পুরনো করেছ এবং দান-খয়রাত করে পরকালের জন্য সঞ্চয় করেছ। (মুসলিম)

٤٧٤- وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بنِ مُغَفَّلٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ ﷺ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَاللّٰهِ إِنِّي لَأُحِبُّكَ فَقَالَ انْظُرْ مَاذَا تَقُوْلُ؟ قَالَ : وَاللّٰهِ إِنِّيْ لَأُحِبُّكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَقَالَ : إِنْ كُنْتَ تُحِبُّنِيْ فَأَعِدَّ لِلْفَقْرِ تَجْفَافًا فَإِنَّ الْفَقْرَ أَسْرَعُ إِلَى مَنْ يُحِبُّنِيْ مِنَ السَّيْلِ إِلَى مُنْتَهَاهُ - رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ -

৪৮৪. হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন মুগাফ্‌ফাল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহর কসম আমি নিশ্চয়ই আপনাকে ভালোবাসি। তিনি বললেন ঃ কি বলছো তা ভেবে দেখো। সে বললো, আল্লাহর শপথ করে বলছি, নিশ্চয়ই আপনাকে ভালোবাসি, এরূপ সে তিনবার বললো। অতঃপর তিনি বললেন ঃ তুমি যদি আমাকে ভালোবাসো, তাহলে দারিদ্রের জন্যে মোটা পোষাক তৈরী করে নাও। কেননা, পানি যে গতিতে তার শেষ গন্তব্যের দিকে ধেয়ে যায়, আমাকে সে ভালোবাসে দারিদ্র্য ও নিঃস্বতা তার চাইতেও দ্রুতগতিতে তার কাছে পৌছে যায়। (তিরমিযী)

٤٨٥- وَعَنْ كَعْبِ بنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَاذِئْبَانِ جَائِعَانِ أُرْسِلَا فِيْ غَنَمٍ بِأَفْسَدَ لَهَا مِنْ حِرْصِ الْمَرْءِ عَلَى الْمَالِ وَالشَّرَفِ لِدِيْنِهِ - رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ -

৪৮৫. হযরত কা'ব ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "সম্পদ ও আভিজাত্যের প্রতি মানুষের লোভ তার ধর্মের যতোটুকু ক্ষতি করতে পারে, বক্‌রীর পাল ধ্বংস করার জন্যে ছেড়ে দেয়া দু'টো ক্ষুধার্ত নেকড়েও বক্‌রীর পালের ততোটুকু ক্ষতি করতে পারে না।" (তিরমিযী)

٤٨٦- وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ نَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلَى حَصِيْرٍ فَقَامَ وَقَدْ أَثَّرَ فِيْ جَنْبِهِ قُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لَوِ اتَّخَذْنَا لَكَ وَطَاءً فَقَالَ : مَالِيْ وَلِلدُّنْيَا؟ وَمَا أَنَا فِي الدُّنْيَا إِلَّا كَرَاكِبٍ اسْتَظَلَّ تَحْتَ شَجَرَةٍ ثُمَّ رَاحَ وَتَرَكَهَا - رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ -

www.BANGLAKITAB.com

৪৮৬. হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চাটাইয়ের (মাদুর) ওপর শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েন। ঘুম থেকে ওঠার পর আমরা তাঁর মুবারক শরীরে চাটাইয়ের দাগ দেখে বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা যদি আপনার জন্য একটি তোষক বানিয়ে দিতাম! তিনি বললেন ঃ দুনিয়ার সাথে আমার কি সম্পর্ক? আমি তো দুনিয়াতে এরূপ একজন মুসাফির, যে গাছের ছায়াতলে বিশ্রাম নেয়, অতঃপর তা ছেড়ে দিয়ে চলতে শুরু করে। (তিরমিযী)

٤٨٧- وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَدْخُلُ الْفُقَرَاءُ الْجَنَّةَ قَبْلَ الْأَغْنِيَاءِ بِخَمْسِمِائَةِ عَامٍ - رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ -

৪৮৭. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ "দরিদ্ররা ধনীদের চাইতে পাঁচশ' বছর পূর্বে জান্নাতে প্রবেশ করবে"। (তিরমিযী)

٤٨٨- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اَطَّلَعْتُ فِي الْجَنَّةِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا الْفُقَرَاءَ وَاطَّلَعْتُ فِي النَّارِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءَ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৪৮৮. হযরত ইবন্ আব্বাস ও ইমরান ইব্‌ন হুসাইন (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ আমি জান্নাতের অবস্থা অবগত হলাম। আমি দেখলাম তার অধিকাংশ অধিবাসীই দরিদ্র। আর জাহান্নামের অবস্থা অবহিত হলাম। দেখলাম যে, এর অধিকাংশ অধিবাসীই মহিলা। (বুখারী ও মুসলিম)

٤٨٩- وَعَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ قُمْتُ عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ فَكَانَ عَامَّةَ مَنْ دَخَلَهَا الْمَسَاكِيْنُ وَأَصْحَابُ الْجَدِّ مَحْبُوْسُوْنَ غَيْرَ أَنَّ أَصْحَابَ النَّارِ قَدْ أُمِرَ بِهِمْ إِلَى النَّارِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৪৮৯. হযরত উসামা ইব্‌ন যায়িদ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ "আমি জান্নাতের দরজায় দাঁড়িয়ে দেখেছি, এতে প্রবেশকারীদের অধিকাংশই নিঃস্ব-দরিদ্র আর সম্পদশালীদের আটকে রাখা হয়েছে। কিন্তু দোযখীদের দোযখে নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।" (বুখারী ও মুসলিম)

٤٩٠- وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أَصْدَقُ كَلِمَةٍ قَالَهَا شَاعِرٌ كَلِمَةُ لَبِيْدٍ أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلَا اللّٰهُ بَاطِلٌ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৪৯০. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ কবি 'লবিদ' যা বলেছেন, তা ধ্রুব সত্য। তিনি বলেছেন, "জেনে রাখো, আল্লাহ ছাড়া সব কিছুই মিথ্যা।" (বুখারী ও মুসলিম)

www.BANGLAKITAB.com

بَابُ فَضْلِ الْجُوْعِ وَخُشُوْنَةِ الْعَيْشِ وَالْاِقْتِصَارِ عَلَى الْقَلِيْلِ مِنَ الْمَأْكُوْلِ وَالْمَشْرُوْبِ وَالْمَلْبُوْسِ وَغَيْرِ مِنْ حُظُوْظِ النَّفْسِ وَتَرْكِ الشَّهَوَاتِ۔

অনুচ্ছেদ ঃ অনাহারে থাকার ফযীলত ও সংসারে নিরাসক্ত জীবন যাপন, খাদ্য, পানীয় ও পোষাক আশাকে অল্পে তুষ্টি এবং প্রবৃত্তির গোলামী থেকে বিরত থাকা।

মহান আল্লাহ বলেন ঃ

فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلٰوةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوٰتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولٰئِكَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُوْنَ شَيْئًا (مريم: ٥٩ ـ ٦٠)

"অতঃপর তাদের পরে এমন উত্তরসূরীর জন্ম হলো, যারা নামায বিনষ্ট করে দিলো এবং কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করলো। সুতরাং তারা অবিলম্বেই বিপদের সাক্ষাত পাবে। কিন্তু যারা তাওবা করেছে এবং ঈমান এনেছে ও সৎকাজ করেছে, তারা জান্নাতে যাবে, আর তাদের সাথে কোনো যুলমু করা হবে না।" (সূরা মারইয়াম ঃ ৫৯-৬০)

فَخَرَجَ عَلٰى قَوْمِهِ فِىْ زِيْنَتِهِ قَالَ الَّذِيْنَ يُرِيْدُوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا يٰلَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوْتِىَ قَارُوْنُ إِنَّهُ لَذُوْ حَظٍّ عَظِيْمٍ وَقَالَ الَّذِيْنَ أُوْتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللّٰهِ خَيْرٌ لِّمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا (القصص: ٧٩ ـ ٨٠)

"অতঃপর সে (কারূন) জাঁকজমকের সাথে তার সম্প্রদায়ের লোকদের সামনে বের হলো। (এ অবস্থা দেখে) পার্থিব জীবনের সম্পদ অভিলাষীরা বলতে লাগলো, আহা! কারূনকে যেরূপ সম্পদ দেয়া হয়েছে, আমাদেরও যদি সেরূপ দেয়া হতো! বাস্তবিকই সে বড়ই ভাগ্যবান। আর জ্ঞানীরা বলতে লাগলো, হায় সর্বনাশ! তোমরা এ কি বলছো? ঈমানদার হয়ে সে সৎকাজ করবে, সে আল্লাহর কাছে এর চাইতে বহুগুণে উত্তর প্রতিদান পাবে।" (সূরা কাসাস ঃ ৭৯-৮০)

ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيْمِ (التكاثر: ٨)

"তারপর সেদিন (দুনিয়ার সব) নিয়ামত সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।" (সূরা আত্ তাকাসূর ঃ ৮)

مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيْهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُّرِيْدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا مَذْمُوْمًا مَّدْحُوْرًا (الإسرآء: ١٨)

"যে ব্যক্তি দুনিয়ার অভিলাষী হবে, আমি তাকে ইহকালে যতটুকু ইচ্ছা, যাকে ইচ্ছা সত্বরই প্রদান করবো। অতঃপর তার জন্যে দোযখে নির্ধারণ করে রাখবো। সে তাতে বঞ্চিত, বিতাড়িত ও দুর্দশাগ্রস্থ হয়ে প্রবেশ করবে।" (সূরা বনী ইস্রাঈল ঃ ১৮)

www.BANGLAKITAB.com

٤٩١- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ مَا شَبِعَ آلُ مُحَمَّدٍ ﷺ مِنْ خُبْزِ شَعِيْرٍ يَوْمَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ حَتَّى قُبِضَ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

وَفِيْ رِوَايَةٍ : مَا شَبِعَ آلُ مُحَمَّدٍ ﷺ مُنْذُ قَدِمَ الْمَدِيْنَةَ مِنْ طَعَامِ الْبُرِّ ثَلَاثَ لَيَالٍ تِبَاعًا حَتَّى قُبِضَ -

৪৯১. হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তিকালের পূর্ব পর্যন্ত তাঁর পরিবার কোনোদিন একনাগড়ে দু'দিন পেটপুরে যবের রুটি খেতে পায়নি। (বুখারী ও মুসলিম)

অন্য এক বর্ণনায় আছেঃ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মদীনা আসার পর থেকে মৃত্যু পর্যন্ত তাঁর পরিবারের লোকজন একনাগাড়ে তিনদিন পেট ভরে গমের রুটি খেতে পায়নি।

٤٩٢- وَعَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا أَنَّهَا كَانَتْ تَقُوْلُ وَاللّٰهِ يَا ابْنَ أُخْتِيْ إِنْ كُنَّا لَنَنْظُرُ إِلَى الْهِلَالِ ، ثُمَّ الْهِلَالِ ثَلَاثَةَ أَهِلَّةٍ فِيْ شَهْرَيْنِ وَمَا أُوْقِدَ فِيْ أَبْيَاتِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ نَارٌ قُلْتُ يَا خَالَةُ فَمَا كَانَ يُعِيْشُكُمْ؟ قَالَتْ الْأَسْوَدَانِ : اَلتَّمْرُ وَالْمَاءُ إِلاَّ أَنَّهُ قَدْ كَانَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ جِيْرَانٌ مِنَ الْأَنْصَارِ وَكَانَتْ لَهُمْ مَنَائِحُ وَكَانُوْا يُرْسِلُوْنَ إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ مِنْ أَلْبَانِهَا فَيَسْقِيْنَا - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৪৯২. হযরত উরওয়া (র) থেকে বর্ণিত। হযরত আয়েশা (রা) বলতেন, আল্লাহর কসম! হে ভাগ্নে! আমরা একটা নতুন চাঁদ দেখতাম, তারপর আর একটা নতুন চাঁদ দেখতাম, তারপর আর একটা নতুন চাঁদ দেখতাম, এভাবে দু'মাসে তিন তিন নতুন চাঁদ দেখে ফেলতাম। অথচ এ দীর্ঘ সময়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কোনো ঘরেই আগুন জ্বালানো হতো না? আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে খালা আম্মা! তাহলে আপনারা জীবন যাপন করতেন কিরূপে? তিনি বললেন, দু'টি কালো বস্তু-খেজুর আর পানি পান করে জীবন কাটাতাম। তবে হাঁ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কয়েকজন আনসার প্রতিবেশী ছিলেন। তাঁদের কাছে দুগ্ধবতী উট্‌নী ছিল। তাঁরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে কিছু দুধ পাঠাতেন। আর তিনি তা আমাদের পান করাতেন। (বুখারী ও মুসলিম)

٤٩٣- وَعَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّهُ مَرَّ بِقَوْمٍ بَيْنَ أَيْدِيْهِمْ شَاةٌ مَصْلِيَّةٌ فَدَعَوْهُ فَأَبَى أَنْ يَأْكُلَ وَقَالَ : وَخَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنَ الدُّنْيَا وَلَمْ يَشْبَعْ مِنْ خُبْزِ الشَّعِيْرِ - رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ -

www.BANGLAKITAB.com

৪৯৩. হযরত আবু সাঈদ মাকবুরী (র) হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি একদা একটি দলের সামনে দিয়ে যাচ্ছিলেন। তাদের সামনে তখন ভাজা একটি আস্ত বক্‌রী ছিলো। তারা তাঁকে আহ্বান করলে তিনি তা খেতে অস্বীকার করলে বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুনিয়া ছেড়ে চলে গেলেন, অথচ তিনি কখনো পেট ভরে যবের রুটি খাননি। (বুখারী)

٤٩٤- وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ لَمْ يَأْكُلِ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى خِوَانٍ حَتَّى مَاتَ وَمَا أَكَلَ خُبْزًا مُرَقَّقًا حَتَّى مَاتَ - رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ -

৪৯৪. হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইন্তিকালের পূর্ব পর্যন্ত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কখনো দস্তরখানে (খানার স্থানে) বসে খাদ্য গ্রহণ করেননি, আর তিনি কখনো চাপাতি রুটিও খাননি। (বুখারী)

٤٩٥- وَعَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : لَقَدْ رَأَيْتُ نَبِيَّكُمْ ﷺ وَمَا يَجِدُ مِنَ الدَّقَلِ مَا يَمْلأُ بِهِ بَطْنَهُ ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

৪৯৫. হযরত নু'মান ইব্‌ন বাশীর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি তোমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখেছি, তিনি তাঁর পেট ভরার জন্যে পুরনো বিনষ্ট খেজুরও পেতেন না। (মুসলিম)

٤٩٦- وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعِيْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ مَا رَأَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ النَّقِيَّ مِنْ حِيْنَ ابْتَعَثَهُ اللّٰهُ تَعَالَى حَتَّى قَبَضَهُ اللّٰهُ تَعَالَى فَقِيْلَ لَهُ : هَلْ كَانَ لَكُمْ فِيْ عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ مَنَاخِلُ؟ قَالَ مَا رَأَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مُنْخُلاً مِنْ حِيْنَ ابْتَعَثَهُ اللّٰهُ تَعَالَى حَتَّى قَبَضَهُ اللّٰهُ تَعَالَى فَقِيْلَ لَهُ : كَيْفَ كُنْتُمْ تَأْكُلُوْنَ الشَّعِيْرَ غَيْرَ مَنْخُوْلٍ؟ قَالَ : كُنَّا نَطْحَنُهُ وَنَنْفُخُهُ فَيَطِيْرُ مَا طَارَ وَمَا بَقِيَ ثَرَّيْنَاهُ - رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ -

৪৯৬. হযরত সাহল ইব্‌ন সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নবী বানিয়ে পাঠানো পর থেকে তুলে নেয়ার পূর্ব পর্যন্ত তিনি কখনো চালুনিতে চালা (মিহি) আটার রুটি দেখেননি। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে কি আপনাদের কাছে কোনো চালুনি ছিলো না? তিনি বললেন, আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নবুয়ত দিয়ে পাঠানোর পর ওফাতের মাধ্যমে উঠিয়ে নেয়ার পূর্ব পর্যন্ত তিনি কখনো চালুনির দেখেননি। অতঃপর তাঁকে আবার জিজ্ঞেস করা হলো, আপনারা চালুনির চালা ছাড়া যব খেতেন কিরূপে? তিনি বললেন, আমরা তো পিশে ফেলতাম এবং ফুঁ দিতাম। যা কিছু উড়ে যাওয়ার থাকতো তা উড়ে যেতো। আর অবশিষ্ট আটা বা ময়দা পানিতে ভিজিয়ে ঠেসে খামীর বানাতাম। (বুখারী)